ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত

● *এস এম আলী আজম*

ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়া দেশের সর্ববৃহৎ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং-এ জাতীয় পর্যায়ে ৫টি সেরা কলেজ এর মধ্যে এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের ১০টি সেরা কলেজের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ অন্যতম। ৩১টি সূচকের ভিত্তিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর অধিভুক্ত ৬৮৫টি অনার্স ও মাস্টার্স কলেজে ২০১৫ সালের জন্য স্কোরের ভিত্তিতে র‍্যাংকিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৪ মে ২০১৬ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ এক প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে র‍্যাংকিং এর ফল ঘোষণা করেন। জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ৫টি, সেরা মহিলা কলেজ ১টি, সেরা সরকারি কলেজ ১টি, সেরা বেসরকারি কলেজ ১টি এবং ৭টি আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রত্যেকটিতে সর্বোচ্চ ১০টি করে সর্বমোট (৮+৭০) ৭৮টি সেরা কলেজ নির্বাচন করা হয়।

> ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৯৬ সালে মাত্র ৭ বছরে এবং ২০০২ সালে ১৩ বছরে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। কলেজের প্রতিষ্ঠাতা প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ মো. সামসুল হুদা এবং বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথমবারের মতো সেরা কলেজের র‍্যাংকিং-এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হওয়ায় কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজের অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম অত্যন্ত গতিশীল ও উন্নত। কলেজটি স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত হয়েও বিশাল অবকাঠামো গড়ে তুলতে সেরা কলেজের স্বীকৃতি পেয়েছে। এরূপ সম্মাননা ও স্বীকৃতি দেয়ায় তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল বলেন, নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে ঢাকা কমার্স কলেজ বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রতিবছরই সেরা ফলাফল অর্জন করছে। মাত্র ১৫শ ৫০ টাকা নিয়ে যে কলেজের যাত্রা শুরু ২৫ বছরেই তা বেসরকারিভাবে শ্রেষ্ঠ কলেজে উন্নীত হয়েছে। সরকার বা দাতাদের অনুদান ছাড়াই ঢাকা কমার্স কলেজ কমপ্লেক্স-এর উন্নয়ন কার্য মহীরুহে পরিণত হয়েছে। প্রতি তলায় ১০ হাজার ৬শ' বর্গফুট মেঝের ১১ তলা বিশিষ্ট ১নং অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি তলায় ৭ হাজার বর্গফুট আয়তনের ১৫ তলা বিশিষ্ট ২ নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৮ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনের ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ শেষ হয়েছে। ১২ তলা বিশিষ্ট ২টি শিক্ষক ভবনে ৬৬ জন শিক্ষক সপরিবারে বসবাস করছেন। কলেজের রয়েছে অডিটোরিয়াম, ছাত্রীনিবাস, মাঠ, জিমনেশিয়াম, শহীদ মিনার ও ক্যাফেটেরিয়া। সম্পূর্ণ স্বঅর্থায়নে বিশাল অবকাঠামোর মহীরুহ, নিয়মিত ক্লাস ও অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা, পরীক্ষার ফলাফলের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রত্যহ বহুরূপ শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সুযোগ, নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুশীলন, ধূমপান ও দলীয় রাজনীতি মুক্ত সুন্দর পরিবেশ, ইত্যাদি ইতিবাচক সূচকের কারণে ঢাকা কমার্স কলেজ শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি ও সম্মাননা লাভ করেছে।

উদ্দীপনা সংবাদ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এর অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এর নিকট থেকে জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ 'ঢাকা কমার্স কলেজ' এর অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ।

দৈনিক ইত্তেফাক

শনিবার ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩
৪ জুন ২০১৬

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্য

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৩১টি সূচকের ভিত্তিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ৬৮৫টি অনার্স ও মাস্টার্স কলেজে ২০১৫ সালের জন্য স্কোরের ভিত্তিতে র‍্যাঙ্কিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করে। গত ২০ মে জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাঙ্কিং ২০১৫- এর এ্যাওয়ার্ড ও সনদ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ দেশসেরা বেসরকারী কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। কলেজটি তিন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্বের পদক লাভ করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজ র‍্যাঙ্কিংয়ে জাতীয় পর্যায়ে ৫টি সেরা কলেজের মধ্যে ৪র্থ স্থান, জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারী কলেজ এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের ১০টি সেরা কলেজের মধ্যে ৩য় স্থান অর্জন করেছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৯৬ এবং ২০০২ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জনের পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রথমবারের মতো প্রকাশিত কলেজ র‍্যাঙ্কিংয়ে সেরা বেসরকারী কলেজের স্বীকৃতি পেল।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ৩১টি সূচকের ভিত্তিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত ৬৮৫টি অনার্স ও মাস্টার্স কলেজে ২০১৫ সালের জন্য স্কোরের ভিত্তিতে র‍্যাঙ্কিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করে। ২০ মে ২০১৬ জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাঙ্কিং ২০১৫-এর এ্যাওয়ার্ড ও সনদ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ৬৭টি কলেজকে এ্যাওয়ার্ড, সনদ এবং ৫ ও ১০ হাজার টাকা মূল্যের বই উপহার দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ্যাওয়ার্ড ও সনদপত্র প্রদান করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ। অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলেন প্রফেসর মো. নোমান উর রশীদ। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) প্রফেসর ড. মোঃ আসলাম ভূঁইয়া, সাবেক উপ-উপাচার্য (এ্যাকাডেমিক) প্রফেসর ড. মুনাজ আহমেদ নূর ও রেজিস্ট্রার মোল্লা মাহফুজ আল হোসেন। ঢাকা কমার্স কলেজ কলেজের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক, অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম এবং কলেজের শিক্ষকবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা কলেজের র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারী কলেজ নির্বাচিত হওয়ায় কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দুবার শ্রেষ্ঠ কলেজের স্বীকৃতি লাভের পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেরা বেসরকারী কলেজের সম্মাননা ও পদকপ্রাপ্তি ঢাকা কমার্স কলেজকে শিক্ষাভুবনে যথাযোগ্য মর্যাদার আসন দিয়েছে। এরূপ স্বীকৃতি দেয়ার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং র‍্যাঙ্কিং নির্বাচন বিশেষজ্ঞ কমিটির নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তিনি পরিচালনা পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক অভিনন্দন জানান। শিক্ষামন্ত্রীর নিকট থেকে তিন ক্যাটাগরিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা কলেজ এর এ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ বলেন, এটা আমার জীবনের স্মরণীয় ও আনন্দের ঘটনা। আমি ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যে সব ত্যাগী ব্যক্তিবর্গ সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁদের এবং কলেজের সুযোগ্য পরিচালনা পরিষদ ও নিবেদিত শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

শিক্ষামন্ত্রীর হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন ঢাকা কমার্স কলেজ অধ্যক্ষ

এস এম আলী আজম
সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা কমার্স কলেজ

দৈনিক জনকণ্ঠ
স্বাতন্ত্র্য ও নিরপেক্ষতায় সচেষ্ট The Daily Janakantha

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫

ঢাকা কমার্স কলেজ সেরা বেসরকারি কলেজ

এস এম আলী আজম

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ র‍্যাংকিং ২০১৫-এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হয়েছে। ৩১টি সূচকের ভিত্তিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর অধিভুক্ত ৬৮৫টি অনার্স ও মাস্টার্স কলেজে ২০১৫ সালের জন্য স্কোরের ভিত্তিতে র‍্যাংকিং এর উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৪ মে ২০১৬ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ এক প্রেস ব্রিফিং এর মাধ্যমে র‍্যাংকিং এর ফল ঘোষণা করেন। জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ৫টি, সেরা মহিলা কলেজ ১টি, সেরা সরকারি কলেজ ১টি, সেরা বেসরকারি কলেজ ১টি (মোট ৮টি) এবং ৭টি আঞ্চলিক পর্যায়ের প্রত্যেকটিতে সর্বোচ্চ ১০টি করে (৭x১০=৭০) সর্বমোট ৮+৭০ = ৭৮টি নির্বাচিত সেরা কলেজকে ২০ মে ২০১৬ জাতীয় যাদুঘরের প্রধান মিলনায়তনে আনুষ্ঠানিকভাবে স্মারক সম্মাননা, সনদ ও পুরস্কার প্রদান করা হবে। অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি এবং ইউজিসি'র মাননীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

র‍্যাংকিং-এ নির্বাচিত কলেজসমূহকে অভিনন্দন জানিয়ে এরূপ আয়োজনের ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ বলেন, "এ ধরনের আয়োজন দেশে প্রথম। এর ফলে কলেজসমূহ তাদের স্ব স্ব অবস্থান জানতে পারবে এবং কীভাবে শিক্ষার সার্বিক অবস্থার আরোও উন্নতি করা যায় সে জন্যে প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। কলেজসমূহের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিযোগিতার অবস্থা সৃষ্টি হবে, যা কলেজ পর্যায়ে শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস।"

র‍্যাংকিং-এ জাতীয় পর্যায়ে ৫টি সেরা কলেজ এর মধ্যে ৪র্থ স্থানে রয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ, র‍্যাংকিং-এ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ ঢাকা কমার্স কলেজ এবং ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলের ১০টি সেরা কলেজের মধ্যে ৩য় স্থানে রয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমবারের মতো সেরা কলেজের র‍্যাংকিং-এ ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় পর্যায়ে সেরা বেসরকারি কলেজ নির্বাচিত হওয়ায় কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক কলেজের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রাণঢালা অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজের অ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম অত্যন্ত গতিশীল ও উন্নত। কলেজটি স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত হয়েও বিশাল অবকাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম বলেন, অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই ঢাকা কমার্স কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংকিং-এ সেরা কলেজের স্বীকৃতি পেয়েছে। এরূপ সম্মাননা ও স্বীকৃতি দেয়ায় তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদসহ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। উপদেষ্টা অ্যাকাডেমিক প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল বলেন, নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে ঢাকা কমার্স কলেজ বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় প্রতিবছরই সেরা ফলাফল অর্জন করছে।

১৯৮৯ সালে রাজধানীর কিং খালেদ ইনস্টিটিউটের শিশুদের আঙ্গিনায় ভূমিষ্ঠ হলো ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত এবং স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত আলোকবর্তিকা, যার রোদ ও তেজে ভেসে যায় শিক্ষাকাশের কালোমেঘ, শৈশবেই যার বলিষ্ঠ চাহনিতে মুগ্ধ সকলে, কৈশোরে যার নাম তামাম দেশ জুড়ে, যৌবনে যে শিক্ষার বিশ্বপল্লীতে অবগাহন করছে, সর্বদাই যে সাফল্যের শীর্ষে, তার নাম ঢাকা কমার্স কলেজ।

ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৯৬ সালে মাত্র ৭ বছরের শিশুকালে এবং ২০০২ সালে ১৩ বছরের কৈশোরকালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী যার নেতৃত্বে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়, তিনি ১৯৯৩ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের স্বীকৃতি লাভ করেন। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ সামসুল হুদা, এফসিএ। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ সরকারি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ।

ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পরিষদে রয়েছেন দেশজুড়ে সুপরিচিত শিক্ষাবিদ, প্রশাসক ও সমাজসেবী ব্যক্তিবর্গ। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (১৯৮৮-৮৯)-র আহ্বায়ক ছিলেন প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী, সাংগঠনিক কমিটি (১৯৮৯-৯০)-র সভাপতি ছিলেন বিসিআইসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ তোহা, নির্বাহী কমিটি (১৯৯০-৯১) এর সভাপতি ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর আব্দুর রশিদ চৌধুরী। কলেজ পরিচালনা পরিষদের পূর্ববর্তী চেয়ারম্যানগণ হলেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. শহীদ উদ্দীন আহমেদ (১৯৯১-৯৮), সাবেক স্বাস্থ্য সচিব এ এফ এম সরওয়ার কামাল (২০০২-২০০৯) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক (১৯৯৮-২০০১ ও ২০০৯ থেকে বর্তমান)।

ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্দেশ্য বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা। কলেজের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার জন, শিক্ষক সংখ্যা ১৩২, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা ১০৩ এবং পরিচালনা পরিষদ ১৬ সদস্য বিশিষ্ট। এ কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ব্যবসায় শিক্ষা ছাড়াও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি ও অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিবিএ (অনার্স) প্রফেশনাল কোর্স। শীঘ্রই খোলা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইলেকট্রনিক্স অনার্স কোর্স। ঢাকা কমার্স কলেজের রয়েছে অত্যাধুনিক কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, যেখানে প্রায় ৩৫ হাজার বই ও জার্নাল রয়েছে। এছাড়া সকল সম্মান শ্রেণির বিভাগে স্বতন্ত্র সেমিনার লাইব্রেরি রয়েছে। সবগুলো সেমিনার লাইব্রেরিতে প্রায় ১৫ হাজার গ্রন্থ রয়েছে। কলেজের ৪ তলায় রয়েছে অত্যাধুনিক ৪টি কম্পিউটার ল্যাব। কলেজের পরীক্ষা ও হিসাব কার্যক্রম অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে। শিঘ্রই ডায়নামিক ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে কলেজের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সফ্টওয়্যারে সম্পাদন করা হবে। সাফল্যের সুতিকাগার ঢাকা কমার্স কলেজের

অর্থায়নে ৫ এপ্রিল ২০০৩ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ব্যবসায় ও প্রযুক্তি শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)'।

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্যের ভিত্তি একদল কমিটেড শিক্ষকের আন্তরিকতাপূর্ণ টিমওয়ার্ক। শিক্ষকদের মানোন্নয়নে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার এবং শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম। প্রতিষ্ঠানটির নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে ঈর্ষণীয় সাফল্য ক্ষয়িষ্ণু সমাজ প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বল আশা ও সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করেছে। শিক্ষার্থী-অভিভাবক সর্বদা কলেজের বিধি-বিধান মেনে চলছেন।

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত এবং রাজনীতি ও ধূমপান মুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের একটি আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্ল্যান অনুযায়ী এ কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়। সাপ্তাহিক, মাসিক ও তিন মাস অন্তর পর্ব পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলা সকল ছাত্র-ছাত্রীকে অবশ্যই মেনে চলতে হয়। প্রতি টার্ম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্র-ছাত্রীদের সেকশন পরিবর্তন করা হয়। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাল ফলাফল করার জন্য প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা ভালো ফলাফল অর্জন করছে।

ব্যবসায় শিক্ষার সেরা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীদের পূর্বের চেয়ে ভালো ফল অর্জন করার নিশ্চয়তা। নিম্নমানের কাঁচামাল দিয়ে সেরা পণ্য তৈরি যেনো এ প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই সম্ভব। জুৎসই পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অবিরাম সাফল্য ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটির। অত্র কলেজের এইচএসসি প্রথম ব্যাচ (১৯৯১) বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাসসহ মেধাতালিকায় শিক্ষার্থীরা ২য় ও ১৫তম স্থান অর্জন করে। বোর্ড মেধাতালিকায় অত্র কলেজের শিক্ষার্থীরা ১৯৯২ সালে ১ম ও ১৬তম স্থান, ১৯৯৩ সালে ২য় সহ ৫ জন, ১৯৯৪ সালে ১ম সহ ৪ জন, ১৯৯৫ সালে ১ম ও ৩য় সহ ১০ জন, ১৯৯৬ সালে ১ম সহ ১৩ জন, ১৯৯৭ সালে ৪ জন, ১৯৯৮ সালে ৭ জন, ১৯৯৯ সালে ৮ জন, ২০০০ সালে ১ম, ২য় ও ৩য় সহ ১৩ জন, ২০০১ সালে ১ম সহ ৬ জন ও ২০০২ সালে ১ম ও ৩য় সহ ৪ জন মেধাস্থান লাভ করে। ২০০৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত জিপিএ পদ্ধতিতে এইচএসসি পরীক্ষায় অত্র কলেজের গড় পাসের হার ৯৯.৮% এবং এই ১৩ বছরে ২২০৮৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৯৩২ জন, যা ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় দেশের যে কোনো কলেজের তুলনায় সর্বোচ্চ। সৃষ্টিলগ্ন থেকে কলেজে গড় পাসের হার উচ্চমাধ্যমিকে প্রায় ৯৮%, অনার্স-এ ৯৪% ও মাস্টার্স -এ ৯৭%।

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা গ্রন্থকীট হয়ে নেই। শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রমেও এরা সদা অগ্রগামী। প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বনভোজন, সুন্দরবন ভ্রমণ, নৌবিহার, শিক্ষাসফর, অফিস ও কারখানা পরিদর্শন, বার্ষিক ভোজ, মিলাদ ইত্যাদি। জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অত্র কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে প্রায় প্রতি বছরই পদক ছিনিয়ে আনছে। শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা পরিস্ফুটন ও নেতৃত্ব বিকাশে রয়েছে বিএনসিসি নৌ উইং, আন্তর্জাতিক রোটার‍্যাক্ট ক্লাব, আর্টস এন্ড ফটোগ্রাফি সোসাইটি, সাধারণজ্ঞান ক্লাব, বিতর্ক ক্লাব, আবৃত্তি পরিষদ, নাট্য পরিষদ, নৃত্য ক্লাব, সঙ্গীত পরিষদ, রিডার্স এন্ড রাইটার্স সোসাইটি, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব, নেচার স্টাডি ক্লাব, সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব এবং বন্ধন সমাজকল্যাণ সংঘ। কলেজে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, রেডক্রিসেন্ট, সন্ধানী, অরকা, থ্যালাসেমিয়া হাসপাতাল ও আহছানিয়া মিশন রক্তদান ইউনিট এবং যুব পর্যটক ক্লাব শাখা সামাজিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করছে। কলেজের রয়েছে 'কণিকা' রক্তদান সংগঠন। সামাজিক কর্মকাণ্ডেও ঢাকা কমার্স কলেজ নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে। কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা বন্যার্ত ও শীতার্তদের মাঝে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করে থাকে। প্রতিবারই রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। সকল শ্রেণিতে প্রত্যহ প্রথম ঘন্টায় অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সাধারণজ্ঞান ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের রয়েছে সমৃদ্ধ প্রকাশনা ভান্ডার। বার্ষিকী, মাসিক পত্রিকা, জার্নাল, বিভাগীয় স্যুভেনির, ক্লাব স্যুভেনির, সার্ক ট্যুর স্যুভেনির, বিশেষ স্মরণিকা, স্মৃতি অ্যালবাম, ক্যালেন্ডার, ডায়েরি, টেলিফোন ইনডেক্স, প্রশ্নব্যাংক, দেয়ালিকা, শুভেচ্ছাকার্ড ইত্যাদি নিয়মিত বর্ধিত কলেবরে প্রকাশিত হচ্ছে। ঢাকা কমার্স কলেজই দেশে প্রথম অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রবর্তন করে। প্রিন্টিং ও ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া অত্র কলেজের সংবাদ গুরুত্বসহ সচিত্র প্রকাশ করছে।

৬ অক্টোবর ১৯৮৮ মাত্র ১৫শ' ৫০ টাকা নিয়ে যে প্রকল্পের পদযাত্রা, ২৫ বছরেই তা বেসরকারিভাবে সম্পদে-শৌর্যে সূর্য ছুঁয়েছে। সরকার বা দাতাদের অনুদান ছাড়াই ঢাকা কমার্স কলেজ কমপ্লেক্স-এর উন্নয়ন কার্য মহীরুহে পরিণত হয়েছে। আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষার প্রজ্বলিত মশাল হাতে প্রতিষ্ঠানটি শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে বোটানিক্যাল গার্ডেনের কোল ঘেঁষে। আধুনিক স্থাপত্যকলা ও নির্মাণশৈলী এবং মনোলোভা সৌকর্যমন্ডিত কলেজ ভৌতকাঠামো যেন পর্যটন কেন্দ্রে রূপ নিয়েছে। প্রতি তলায় ১০ হাজার ৬শ' বর্গফুট মেঝের ১১ তলা বিশিষ্ট ১নং অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রতি তলায় ৭ হাজার বর্গফুট আয়তনের ১৫ তলা বিশিষ্ট ২ নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৮ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনের ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ শেষ হয়েছে। ১২ তলা বিশিষ্ট ২টি শিক্ষক ভবনে ৬৬ জন শিক্ষক সপরিবারে বসবাস করছেন। ১৫শ আসন বিশিষ্ট প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী অডিটোরিয়াম এর নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে ২০১৩ সাল থেকে চালু হয়েছে ৭২ আসন বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস। অডিটোরিয়াম সংলগ্ন কলেজ মাঠটি যেন আবাসিক শিক্ষক পরিবার ও শিক্ষার্থীদের 'ফুসফুস'। কলেজের রয়েছে অত্যাধুনিক সরঞ্জামাদিসহ জিমনেশিয়াম। কলেজ অঙ্গনে ভাষা শহীদদের স্মরণে নির্মিত হয়েছে শহীদ মিনার।

১নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নিচ তলায় রয়েছে আধুনিক ক্যাফেটেরিয়া এবং ২নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নিচ তলায় রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পাঞ্জেগানা নামাজ ঘর। সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাকাডেমিক ভবনসমূহে নিয়মিত বিদ্যুত সরবরাহের সুবিধার্থে কলেজ প্রাঙ্গণে স্থাপন করা হয়েছে ২টি জেনারেটর। কলেজ ও আবাসিক ভবনের পানীয় ব্যবস্থা কলেজের নিজস্ব ডিপ টিউবওয়েলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। রূপনগর আবাসিক এলাকা ও মিরপুর বেরিবাঁধ সংলগ্ন কলেজের কয়েকটি প্লটে কর্মচারী আবাসিক ভবন, ছাত্রাবাস, ছাত্রী নিবাস ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজের ৩৫ হাজার প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ইতোমধ্যে তাদের ক্ষুরধার মেধা, নিপুণ যোগ্যতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দ্বারা দখল করে নিয়েছে দেশের সব শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়, ব্যাংক-বিমাসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বহুজাতিক কোম্পানি থেকে শুরু করে বিভিন্ন গণমাধ্যম পর্যন্ত। দীর্ঘ ২৫ বছর ঢাকা কমার্স কলেজ বিরামহীন ও নিরবচ্ছিন্নভাবে কৃতিত্ব আর উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে আর চলছে; কখনও তাকে থেমে থাকতে হয়নি। সাফল্যের কক্ষপথ পরিক্রমায় কোনোরূপ বিচ্যুতির সম্ভাবনা দেখা যায়নি। ঢাকা কমার্স কলেজ ইতিহাসে নিয়ত সংযোজিত হোক নব সাফল্যের অনবদ্য সৃষ্টি- এই আমাদের প্রত্যাশা।

কর্মই ধর্ম। ঢাকা কমার্স কলেজের সৃজনশীল শিক্ষকেরা পরিচালকবৃন্দের সুনীতি ও যৌথ সিদ্ধান্ত এবং প্রশাসনের পরামর্শমূলক নির্দেশনায় প্রচেষ্টা আর সফলতার হালখাতা প্রতিনিয়ত চষে বেড়াচ্ছেন। বিশাল অবকাঠামোর মহীরুহ, পরীক্ষার ফলাফলের অপ্রতিদ্বন্দ্বিতা, প্রত্যহ বহুরূপ শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের সুযোগ ইত্যাদি বিষয়াদি ঢাকা কমার্স কলেজকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে।

দৈনিক আমার বার্তা
সংবাদের সাথে প্রতিমুহূর্ত

ঢাকা কমার্স কলেজ

সফলতার ২৫ বছর

এস এম আলী আজম

ঢাকা কমার্স কলেজের সফলতার ২৫ বছর উপলক্ষে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে ৭ নভেম্বর ২০১৫ উদযাপিত হচ্ছে রজত জয়ন্তী উৎসব। এ উপলক্ষে র‍্যালি, রক্তদান কর্মসূচি, গুণীজন সম্মাননা, স্মৃতিচারণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত এবং স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৯৬ সালে মাত্র ৭ বছর বয়সে এবং ২০০২ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজের উদ্দেশ্য বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলা। কলেজের বর্তমান ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৬ হাজার জন। এ কলেজে উচ্চমাধ্যমিক ব্যবসায় শিক্ষা ছাড়াও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং, ইংরেজি ও অর্থনীতি বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স রয়েছে। এছাড়া রয়েছে বিবিএ প্রফেশনাল কোর্স। ঢাকা কমার্স কলেজের রয়েছে অত্যাধুনিক কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, যেখানে প্রায় ৩৫ হাজার বই রয়েছে। রয়েছে অত্যাধুনিক ৪টি কম্পিউটার ল্যাব।

কলেজের পরীক্ষা ও হিসাব কার্যক্রম সম্পূর্ণ অটোমেশনের মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির নিয়ম-শৃঙ্খলা এবং শিক্ষা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে ঈর্ষণীয় সাফল্য ক্ষয়িষ্ণু সমাজ প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বল আশা ও সম্ভাবনার দুয়ার উন্মোচন করেছে।

ব্যবসায় শিক্ষার সেরা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীদের পূর্বের চেয়ে ভালো ফল অর্জন করার নিশ্চয়তা।

জুৎসই পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় অবিরাম সাফল্য ধরে রাখা সম্ভব হয়েছে এ প্রতিষ্ঠানটির। অ্যাকাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্ল্যান অনুযায়ী এ কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। অত্র কলেজের এইচএসসি প্রথম ব্যাচ (১৯৯১) বোর্ড পরীক্ষায় শতভাগ পাসসহ মেধাতালিকায় শিক্ষার্থীরা ২য় ও ১৫তম স্থান অর্জন করে। ২০০৩ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত জিপিএ পদ্ধতিতে এইচএসসি পরীক্ষায় অত্র কলেজের গড় পাসের হার ৯৯.৮% এবং এই ১৩ বছরে ২২০৮৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৯৩২ জন, যা ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় দেশের যে কোনো কলেজের তুলনায় সর্বোচ্চ। স'ষ্টিলগ্ন থেকে কলেজে গড় পাসের হার উচ্চমাধ্যমিকে প্রায় ৯৮%, অনার্স-এ ৯৪% ও মাস্টার্স -এ ৯৭%।

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ... হয়ে নেই। শিক্ষাসম্পূরক কার্যক্রমেও ... সদা অগ্রগামী। প্রতিবছরই অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাহিত্য-সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, বনভোজন, সুন্দরবন ভ্রমণ, নৌবিহার, শিক্ষাসফর, অফিস ও কারখানা পরিদর্শন, বার্ষিক ভোজ ইত্যাদি। শিক্ষার্থীর সুপ্ত প্রতিভা পরিস্ফুটন ও নেতৃত্ব বিকাশে রয়েছে বিভিন্ন ক্লাব কার্যক্রম। সকল শ্রেণিতে প্রত্যহ প্রথম ঘণ্টায় অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সাধারণজ্ঞান ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

৬ অক্টোবর ১৯৮৮ মাত্র ১৫শ' ৫০ টাকা নিয়ে যে প্রকল্পের পদযাত্রা, ২৫ বছরেই তা বেসরকারিভাবে সম্পদে-শৌর্যে সূর্য ছুঁয়েছে।

সরকার বা দাতাদের অনুদান ছাড়াই ঢাকা কমার্স কলেজ কমপ্লেক্স-এর উন্নয়ন কার্য মহীরূহে পরিণত হয়েছে। প্রতি তলায় ১০ হাজার ৬শ' বর্গফুট মেঝের ১১ তলা বিশিষ্ট ১নং অ্যাকাডেমিক ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রতি তলায় ৭ হাজার বর্গফুট আয়তনের ১৫ তলা বিশিষ্ট ২ নং অ্যাকাডেমিক ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।

৮ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনের ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত নির্মাণ শেষ হয়েছে। ১২ তলা বিশিষ্ট ২টি শিক্ষক ভবনে ৬৬ জন শিক্ষক সপরিবারে বসবাস করছেন। ১৫শ আসন বিশিষ্ট অডিটোরিয়াম এর নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে রয়েছে ৭২ আসন বিশিষ্ট ছাত্রীনিবাস। সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অ্যাকাডেমিক ভবনসমূহে নিয়মিত বিদ্যুত সরবরাহের সুবিধার্থে রয়েছে নিজস্ব ব্যবস্থাপনা।

দীর্ঘ ২৫ বছর ঢাকা কমার্স কলেজ বিরামহীন ও নিরবচ্ছিন্নভাবে কৃতিত্ব আর উন্নয়নের মহাসড়কে চলছে আর চলছে; কখনও তাকে থেমে থাকতে হয়নি।

দৈনিক আমার সময়
THE DAILY AMAR SOMOY
ঢাকা । শনিবার ০৭ নভেম্বর ২০১৫ খ্রিঃ । ২৩ কার্তিক ১৪২২ । ২৪ মহররম ১৪৩৭

গতকাল ঢাকা কমার্স কলেজের রজত জয়ন্তী উপলক্ষে বর্ণিল বেলুন উড়িয়ে শোভাযাত্রা উদ্বোধন —ইত্তেফাক

ঢাকা কমার্স কলেজে রজত জয়ন্তী উৎসব

দৈনিক ইত্তেফাক
রবিবার, ২৪ কার্তিক ১৪২২
৮ নভেম্বর ২০১৫

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গতকাল শনিবার পালিত হল ঢাকা কমার্স কলেজের রজত জয়ন্তী উৎসব। সকালে শোভাযাত্রার উদ্বোধন করেন কলেজ গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। শোভাযাত্রায় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী, অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ, প্রফেসর মো. শফিকুল ইসলাম, প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। পরে কলেজের হলরুমে রক্তদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন কলেজ গভর্নিং বডির সদস্য প্রফেসর ডা. মো. আব্দুর রশিদ। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। তিনি রজত জয়ন্তী স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে কমার্স কলেজের ইতিকথা ও প্রতিষ্ঠাকালীন স্মৃতিচারণ করেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। তাদের ক্রিকেট অনুরাগী হওয়ারও আহ্বান জানান।

ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক বলেন, আজকের ছাত্র-ছাত্রীরাই আগামী দিনের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। আজকে গুণীজনদের সম্মাননা জানানোর মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তাঁদের পদানুসারী হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। সবশেষে তিনি সোনার বাংলা গড়ার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আরো প্রত্যয়ী হওয়ার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে স্মৃতিচারণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আ.হ.ম মুস্তফা কামাল ছবি: আমার সময়

দৈনিক আমার সময় রোববার ০৮ নভেম্বর ২০১৫

ঢাকা কমার্স কলেজের রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানে গুণীজনদের ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হয় –জনকণ্ঠ

দৈনিক জনকণ্ঠ
ঢাকা ॥ রবিবার ৮ নবেম্বর, ২০১৫

ঢাকা কমার্স কলেজের রজতজয়ন্তী উদযাপন

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বর্ণাঢ্য র‍্যালি, গুণীজন ও কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনাসহ বর্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শনিবার ঢাকা কমার্স কলেজের রজতজয়ন্তী উদযাপিত হয়েছে। প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে কলেজ চত্বর মুখরিত হয়ে ওঠে। মিলনমেলাকে স্মৃতিময় করতে মেতে ওঠে ছাত্রছাত্রীরা। প্রবেশের রাস্তা থেকে শুরু করে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে আনন্দের হাওয়া, উৎসবের রঙ। আড্ডা-গান ও গল্পে পুরাতন শিক্ষার্থীরাও স্মরণ করেন হারানো দিন। স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতে সেলফি তোলার উৎসবে মাতে বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা।

সকালে বর্ণাঢ্য র‍্যালির মধ্য দিয়ে রজতজয়ন্তীর অনুষ্ঠান শুরু হয়। এর উদ্বোধন করেন কলেজের গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। পরে সাড়ে দশটায় কলেজ হলরুমে রক্তদান কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন গবর্নিং বডির সদস্য প্রফেসর ডাঃ মোঃ আব্দুর রশিদ। হলরুমে দিনভর বহু ছাত্রছাত্রী রক্তদান করে।

গুণীজন ও কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ। এ সময় স্মরণীকার মোড়ক উন্মোচন শেষে অতিথিদের মধ্যে ক্রেস্ট, স্বর্ণপদক প্রদান করা হয় ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল ছাত্রছাত্রীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, দেশের উন্নয়নের শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হতে হবে। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের আজ যে উন্নয়ন, তা ঘটিয়েছে এ দেশের মানুষ। বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতিতে বাংলাদেশের অবস্থান ২৯তম। দেশের ৯৯ শতাংশ ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে। বর্তমানে ৬৭ শতাংশ মানুষ শিক্ষিত। খুব বেশিদিন নেই এদেশের একটি মানুষও অশিক্ষিত থাকবে না। স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ার জন্যে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তরুণ প্রজন্মই তা গড়তে পারে।

ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের গবর্নিং বডির চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহমেদ সিদ্দিক। বিকেলে স্মৃতিচারণ ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে রজতজয়ন্তীর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজ

আবারো শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি

ঢাকা কমার্স কলেজ দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি মাত্র সাত বছর বয়সে ১৯৯৬ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সনদ লাভ করে। একইভাবে প্রতিষ্ঠার মাত্র একযুগ পার হতেই এ কলেজ ২০০২ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৌরব অর্জন করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের প্রথম রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মিরপুরের বোটানিক্যাল পার্কের কোল ঘেঁষে ছায়া সুনিবিড় শান্ত পরিবেশে অবস্থিত ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকল্প। সম্পূর্ণ স্ব-অর্থায়নে এ কলেজের ১১তলা বিশিষ্ট ১নং

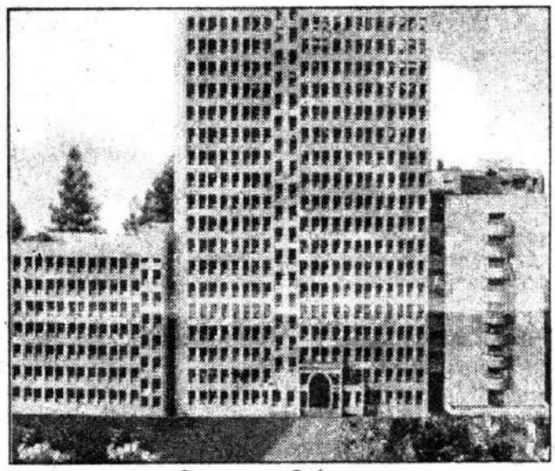

একাডেমিক ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০ তলাবিশিষ্ট ২নং একাডেমিক ভবনের ১০তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১২ তলাবিশিষ্ট ১ম শিক্ষক ভবনে শিক্ষকগণ সপরিবারে বসবাস করছেন। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য, নিয়মিত ক্লাস কার্যক্রম, তিনমাস পর পর অনুষ্ঠিত পর্ব পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ, পর্ব পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সেকশন পরিবর্তন, নির্ধারিত আসন বিন্যাস, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনমাফিক শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ, বর্ণাঢ্য প্রকাশনা ভাণ্ডার, বার্ষিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি কারণে ইতোমধ্যে কলেজটি দেশের অন্যতম অনুকরণীয় মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

❐ এসএম আলী আজম

দৈনিক ইনকিলাব ১৮ মার্চ ২০০২

ঢাকা কমার্স কলেজ : সাফল্যের এক যুগ

এসএম আলী আজম

মিরপুরে চিড়িয়াখানার সবুজ-শ্যামল পরিবেশে ঢাকা কমার্স কলেজ। বাণিজ্যবিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এ কলেজটি। প্রচলিত ধারা থেকে কিছু ব্যতিক্রম ঢাকা কমার্স কলেজ। ২০০১ সালে কলেজটি সাফল্যের এক যুগ অতিবাহিত করছে। আধুনিক পাঠদান ও পরীক্ষা পদ্ধতি এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার কঠোর অনুশীলন এ কলেজের সাফল্যের ভিত্তি। বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত এ কলেজটি প্রতিষ্ঠার মাত্র সাত বছরের মধ্যে ১৯৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করে। সম্পূর্ণ বেসরকারি অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ ইতিমধ্যে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। বাণিজ্য বিভাগের মেধা তালিকায় এ কলেজের শিক্ষার্থীরা ১৯৯১ সালে ২য়, ১৯৯২ সালে ১ম, ১৯৯৩ সালে ২য় সহ ৫টি, ১৯৯৪ সালে ১মসহ ৪টি, ১৯৯৫ সালে ১ম ও ৩য়সহ ১০টি, ১৯৯৬ সালে ১মসহ ১৩টি, ১৯৯৭ সালে ৪টি, ১৯৯৮ সালে ৭টি, ১৯৯৯ সালে ৮টি ও ২০০০ সালে ১ম, ২য় ও ৩য়সহ ১৩টি স্থান দখলের কৃতিত্ব অর্জন করে। বিকম পাস ও সম্মান এবং মাস্টার্স পরীক্ষায়ও ঢাকা কমার্স কলেজ বরাবরই অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করছে। ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের প্রথম ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত কলেজ। নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে এ কলেজ দেশে প্রথমবারের মতো একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে। ঢাকা কমার্স কলেজ ভবন দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন। মাত্র এক যুগে শৈশবেই কলেজের ১১ তলাবিশিষ্ট ১ নং একাডেমিক ভবনের ও ১২ তলাবিশিষ্ট শিক্ষক কোয়ার্টারের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০ তলা ২ নং একাডেমিক ভবনের ১০ তলার নির্মাণ কাজ চলছে। দেশে এ কলেজেই প্রতিবছর নিয়মিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কলেজে বর্তমানে প্রায় ৩ হাজার ছাত্রছাত্রী, ১০০ জন শিক্ষক ও অর্ধশত কর্মচারী রয়েছেন। এখানে ৯টি বিষয়ে অনার্স ও ৪টি বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিবিএ প্রোগ্রাম এবং মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স ঢাকা কমার্স কলেজেই প্রথম প্রবর্তন করা হয়। কলেজে শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরুর আগে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করতে হয় এবং ছুটি না হওয়া পর্যন্ত কেউ শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করতে পারে না। শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত আসনে বসতে হয়। অসুস্থতা ব্যতীত পরপর তিন দিনের অতিরিক্ত অনুপস্থিত থাকলে ছাত্রছাত্রীর ভর্তি বাতিল করা হয়। প্রতি বিষয়ে সাপ্তাহিক, মাসিক, ৩ মাস অন্তর পর্ব ও মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সব ছাত্রছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক। শিক্ষার্থী, অভিভাবক সবাই কলেজের নিয়ম-কানুনের প্রতি আস্থাশীল। সদাচরণ, কর্মনিষ্ঠা ও ভাল ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থীদের সম্মাননা ও স্বর্ণপদক দেয়া হয়।

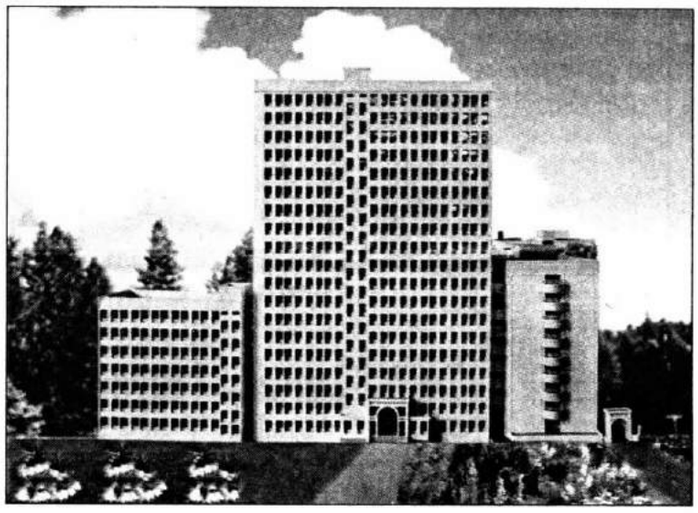

শুধু লেখাপড়া নয় সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, ভ্রমণ, প্রকাশনা, সমাজকল্যাণ প্রভৃতি সবক্ষেত্রে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা কৃতিত্বের দাবিদার। নিবেদিত ও প্রাণচাঞ্চল্যে উদ্দীপ্ত শিক্ষকমণ্ডলীর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের রয়েছে মধুর ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। কলেজের সার্বিক সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে উদ্যোগী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সুযোগ্য পরিচালনা পরিষদ। অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী কলেজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বলেন, 'ঢাকা কমার্স কলেজকে শিগগিরই 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি' নামে বাণিজ্য শিক্ষার একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হবে।'

যুগান্তর
সোমবার ১৯ মার্চ ২০০১

কমার্স কলেজ

আবারও সেরা স্বীকৃতি

বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত ঢাকা কমার্স কলেজ দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি মাত্র সাত বছর বয়সে ১৯৯৬ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সনদ লাভ করে। একইভাবে প্রতিষ্ঠার মাত্র একযুগ পার হতেই এ কলেজ ২০০২ সালে দ্বিতীয়বারের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভূতপূর্ব গৌরব অর্জন করেছে।

ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের প্রথম রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মিরপুরের বোটানিক্যাল পার্কের ঘেঁষে ছায়া সুনিবিড় শান্ত পরিবেশে শির উঁচু করে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ মহাপ্রকল্প। সম্পূর্ণ স্বঅর্থায়নে এ কলেজের ১১তম বিশিষ্ট ১নং একাডেমিক ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০তলা বিশিষ্ট ২নং একাডেমিক ভবনের

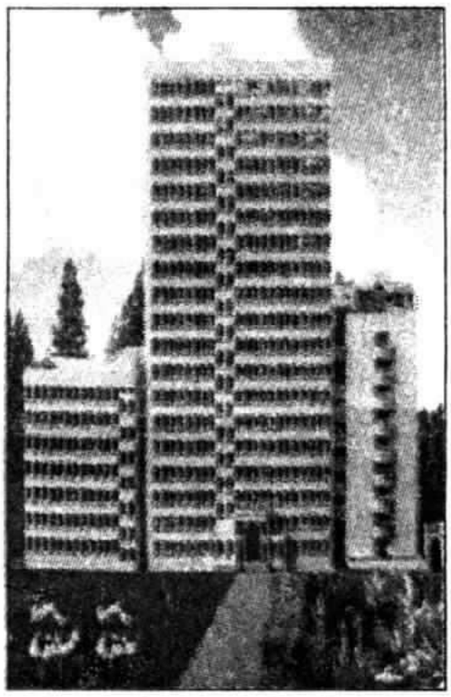

১০তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১২তলা বিশিষ্ট ১ম শিক্ষক ভবনে শিক্ষকগণ স্বপরিবারে বসবাস করেছেন। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য, নিয়মিত ক্লাস কার্যক্রম, তিনমাস পর পর অনুষ্ঠিত পর্ব পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ, পর্ব পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সেকশন পরিবর্তন, নির্ধারিত আসন বিন্যাস, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনমাফিক শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ, বর্ণাঢ্য প্রকাশনা ভান্ডার, বার্ষিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি কারণে ইতোমধ্যে কলেজটি দেশের অন্যতম অনুকরণীয় মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

❑ এস এম আলী আজম

দৈনিক ইত্তেফাক

13 March, 2002

কমার্স কলেজ ॥ বাণিজ্য শিক্ষার অনন্য প্রতিষ্ঠান

বাণিজ্য শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী ধারার প্রবর্তক ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত মনোরম শিক্ষা পরিবেশ, নিয়ম-শৃংঙ্খলার অনুশীলন, যুগোপযোগী পাঠদান পদ্ধতি এবং বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় চমকপ্রদ ফলাফলের করণে ইতোমধ্যে কলেজটি সুধীজন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। জাতীয় শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত এ কলেজটির ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম অবিশ্বাস্যভাবে এগিয়ে চলছে।

ঢাকা কমার্স কলেজের নির্মাণ মহাপরিকল্পনার বিভিন্ন ভবনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'বিশ তলা ভবন'। বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবনের এরূপ নির্মাণ মহাপরিকল্পনা এখনও গৃহীত হয়নি।

ঢাকা কমার্স কলেজের মাষ্টার প্লান মডেল দেখলে মনেই হবে না এটা বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন। এ যেন কোন টু ইন টাওয়ার বা সিয়ার্স টাওয়ার! আকাশছোঁয়া স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষার আলোর মশাল হাতে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে রাজধানীর মারপুরে।

নির্মাণ কার্যক্রম শুরুর মাত্র ৮ বছরেই নির্মাণ মহাপরিকল্পনার বিশেষ অর্ধাংশের কাজ সুচারুরূপে সম্পাদিত হয়েছে। কলেজের ১০তলা বিশিষ্ট ১নং একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ ভবনের প্রতি তলার মেঝের ক্ষেত্রফল ১০ হাজার ৬শ' বর্গফুট। ভবনে দু'টি অত্যাধুনিক লিফট, ৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২টি জেনারেটর ও ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডিপটিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। ফ্লোর ও সিঁড়ি সম্পূর্ণ মোজাইক কৃত ভবনে উন্নত ফিটিংস সামগ্রী দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে।

২০ তলা বিশিষ্ট ২নং একাডেমিক ভবনের ৯ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর প্রতি তলার মেজ ৭ হাজার ৫শ' বর্গফুট। বিবিএ প্রোগ্রাম এখানে চালু রয়েছে। এ ভবনে স্টুডেন্টস ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেন্টার ও সেমিনার কক্ষ। প্রস্তাবিত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজী (BUBT)-এর একাডেমিক কার্যক্রম এ ভবনেই চলবে।

❑ এস এম আলী আজম

দৈনিক ইনকিলাব ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০০

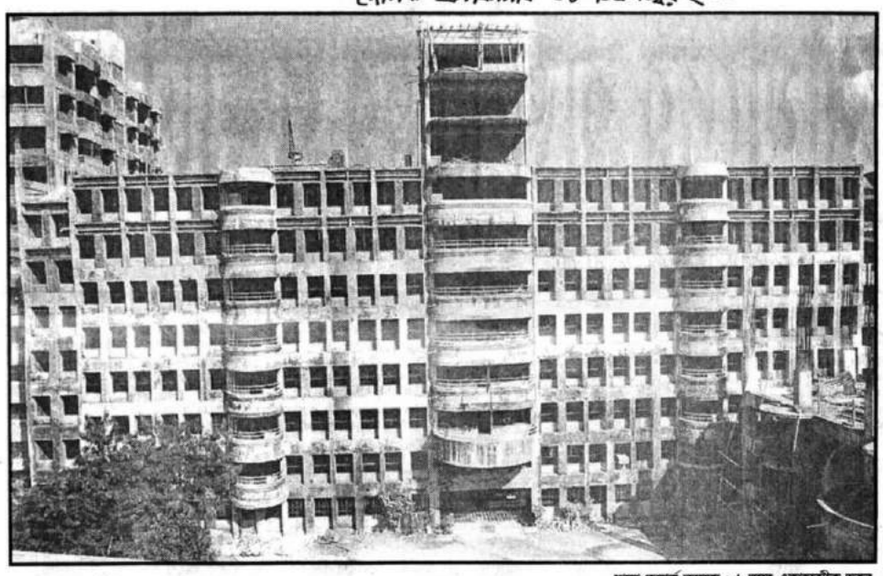

ঢাকা কমার্স কলেজ : ১ নম্বর একাডেমীক ভবন

ঢাকা কমার্স কলেজ ধূমপান প্রতিরোধে অনন্য দৃষ্টান্ত

ধূমপানের কারণে বিশ্বে প্রতি ১৩ সেকেন্ডে ১ জন লোকের মৃত্যু হচ্ছে। ক্যান্সার, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট, হাইপার টেনশন, পেপটিক আলসার, পুরুষত্বহীনতা, গর্ভজাত সন্তানের ক্ষতি, অকাল মৃত্যু, দাম্পত্য কলহ, সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি রোগ ও অপরাধের জন্য ধূমপান অনেকটা দায়ী। মূলত কলেজ জীবনে সহপাঠী ও বন্ধুদের প্ররোচনায় ছাত্র বা তরুণরা ধূমপানে আসক্ত হয় এবং আস্তে আস্তে তা সারা জীবনের বদঅভ্যাসে পরিণত হয়। তাই কলেজ স্তরের ছাত্রছাত্রীদের ধূমপান থেকে বিরত রাখা অত্যাবশ্যক।

ঢাকা কমার্স কলেজে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুশীলন করা হয়। শিক্ষার্থীরা কলেজের নিয়ম-নীতি, আচার-আচরণ বিনয়ের সাথে পালন করছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি প্রথম থেকেই ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত। অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকীর মতে, ঢাকা কমার্স কলেজই দেশের প্রথম ধূমপানমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ কলেজের পূর্বে অন্য কোন কলেজ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেনি। ঢাকা কমার্স কলেজ তার বিভিন্ন প্রোগ্রাম, প্রকাশনাসহ সর্বক্ষেত্রে শুরুতেই 'ধূমপানমুক্ত' কথাটির অবতারণা করেছে। কলেজটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ধূমপানবিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে। কলেজে ছাত্র ভর্তি প্রসপেক্টাসে স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে, কলেজ ক্যাম্পাসে ধূমপান করা যাবে না। এমনকি শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে শর্ত থাকে 'ধূমপায়ীদের আবেদন করার দরকার নেই।' অভিভাবক সাক্ষাৎকারে লিখিত ও মৌখিকভাবে অভিভাবকদের জানিয়ে দেয়া হয় 'শিক্ষার্থী ধূমপায়ী হতে পারবে না।' শিক্ষকগণ প্রতিদিন গেট ডিউটি পালনকালে এবং কখনও কখনও শ্রেণীকক্ষে 'চিরুনি অভিযান'-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যাগ ও পকেট তল্লাশি চালিয়ে নেশাদ্রব্য পেলে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। ধূমপানের প্রমাণ বা নেশাদ্রব্য পাওয়ার কারণে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারও করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীদের ধূমপানে বিরত রাখার জন্য এ কলেজই প্রথম বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে। তা হল শিক্ষার্থীকে ক্লাস শুরুর পূর্বে কলেজে প্রবেশ করতে হবে এবং ছুটি হওয়ার আগে কোনক্রমেই কলেজ ত্যাগ করতে পারবে না। শিক্ষার্থীকে একসাথে ৫/৬ ঘন্টা কলেজে থাকতে হয় এবং এ সময়ে ধূমপানের কোন সুযোগ নেই। আর দিবসের প্রথম প্রধান অর্ধাংশে এভাবে ধূমপানে বিরত থাকার কারণে শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবেই সারাদিনের জন্য ধূমপান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সাধারণত ধূমপায়ীরা কেন্টিনে খাওয়া শেষে ধূমপান করে বেশী। তাই ঢাকা কমার্স কলেজের টিফিন বিরতির সময়েও শিক্ষার্থীকে কলেজ ত্যাগ করতে দেয়া হয় না এবং টিফিনের সময় শিক্ষকবৃন্দ কলেজ কেন্টিন ও বারান্দায় নিয়মিত ডিউটি পালন করেন যাতে ছাত্রছাত্রীরা ধূমপান বা অসদাচরণ করতে না পারে। এভাবে কলেজ কর্তৃপক্ষের কৌশল ও শিক্ষকদের তদারকি ব্যবস্থার কারণে অনেক ধূমপায়ী ছাত্র এ কলেজে ভর্তি হয়ে ধূমপান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে বলে কলেজের কয়েকজন প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক বললেন। ঢাকা কমার্স কলেজের অনুকরণে বর্তমানে দেশে অনেক ধূমপানমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সর্বাগ্রে দরকার বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধূমপানমুক্ত ঘোষণা ও তা কার্যকর করা।

❑ এস এম আলী আজম

পড়া লেখা

এগিয়ে চলেছে কমার্স কলেজ

সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইতিমধ্যেই কলেজ সনদপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে বিবেচিত হয়েছে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' হিসেবে।

মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডের পাশে রাইনখোলা। রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতেই চোখে পড়ে একটি ভবন। এখনও নির্মাণ কাজ চলছে। ভবনের বাইরে একটি সাইনবোর্ড- ঢাকা কমার্স কলেজ। খুব অল্প সময়ে এ কলেজের আশাতীত সাফল্যে সবাই অভিভূত হয়েছে। অভিভাবকগণ ছেলেমেয়েদের এখানে ভর্তি করে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। উদ্দেশ্য মহৎ হলে ব্যর্থ হবার অবকাশ নেই- এই সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত করেছে ঢাকা কমার্স কলেজ।

শুরুর কথা ঃ

১৯৯৩ সালে কলেজের বর্তমান অবস্থানে সরকার সাড়ে তিন বিঘা জমি প্রদান করে। শুরু হয় কলেজের উন্নয়ন কার্যক্রম। কোন সরকারী সাহায্যে নয়। নিজস্ব আয় এবং ব্যক্তি প্রদত্ত অনুদান থেকে। অবশেষে ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ঢাকা কমার্স কলেজ। অধ্যক্ষ কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকীসহ আরও কয়েকজনের সমন্বিত প্রচেষ্টার সফল বাস্তবায়ন আজকের ঢাকা কমার্স কলেজ। বর্তমানে এর ১১ তলার নির্মাণ কাজ চলছে। সেই সঙ্গে চলছে ২০ তলাবিশিষ্ট বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস এন্ড টেকনোলজি ভবনের নির্মাণ কাজ। উদ্দেশ্য ব্যবহারিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন এবং বাণিজ্য শিক্ষা বিস্তারে একটি অত্যাধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ।

পড়াশোনার হাল-হকিকত ঃ

এটি একটি ভিন্ন ধাঁচের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অনেকটা হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হয় এখানে। নিয়মিত ক্লাস করা বাধ্যতামূলক। শিক্ষকগণ পাঠদানে যেমন আন্তরিক, তেমনি ছাত্র-ছাত্রীরাও নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থেকে পাঠ গ্রহণে সচেষ্ট থাকে। নিয়ম অনুসারে সাপ্তাহিক, মাসিক, টার্ম ও টিওটোরিয়ালে ওদের অংশ নিতে হয়। এসব পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক না হলে বোর্ডের চূড়ান্ত পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদের অংশ নিতে দেয়া হয় না। এখানে যে ভর্তি হবে, ভাল ফলাফল নিয়ে তাকে পাস করতেই হবে।

এক নজরে ফলাফল ঃ

ঢাকা কমার্স কলেজের সাফল্য দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। প্রতিষ্ঠার পর প্রথম বোর্ড পরীক্ষা ১৯৯১ সালের এইচএসসিতে এখান থেকে ৬১ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। উত্তীর্ণ হয় সবাই। এমনকি মেধা তালিকায় ২য় ও ১৫তম স্থানও অধিকার করে। পরের বছরও উত্তীর্ণ হয় সবাই এবং ১ম ও ১৬তম স্থান অধিকার করে। এভাবে প্রতিবছরই ছাত্রছাত্রীরা মেধা তালিকায় স্থান অর্জনসহ ভাল ফলাফল অর্জন করে। সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইতিমধ্যেই কলেজ সনদপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে বিবেচিত হয়েছে 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' হিসেবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রেষ্ঠ কলেজের ক্রেস্ট ও সনদপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজ অধ্যক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন। তাছাড়া অধ্যক্ষ কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকী '৯৩ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। শিক্ষা ব্যবস্থা ও এইচএসসি ফলাফলে শীর্ষে অবস্থান করার জন্য কলেজটি 'লায়ন নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয় শিক্ষা স্বর্ণপদক '৯৫' প্রাপ্ত হয়। আবার কলেজ থেকে মেধা তালিকায় স্থান লাভকারী ছাত্রদের স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। আর্থিকভাবে সাহায্য করা হয় গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের।

অন্যান্য কর্মকাণ্ড ঃ

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের বাইরেও এই কলেজে ছাত্রদের জ্ঞান বিকাশের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এখানে রয়েছে সাধারণ জ্ঞান ক্লাব। বিতর্ক ক্লাব, ভয়েস অফ আমেরিকা ফ্যান ক্লাব, আবৃত্তি পরিষদ, সঙ্গীত পরিষদ, নাট্য পরিষদ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব, বিএনসিসি ও রোভার স্কাউটিংসহ নানা ধরনের কার্যক্রম। প্রায়োগিক শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে তিনটি প্রজেক্টর ও অডিও-ভিডিও সিস্টেম। ৪র্থ বিষয় হিসেবে কম্পিউটার বিষয়ের পাশাপাশি রয়েছে কম্পিউটার ল্যাব।

প্রতিবছরই ছাত্র-ছাত্রীদের বনভোজন ও শিক্ষা সফরে নিয়ে যাওয়া হয়। দেখানো হয় দেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান। পড়াশোনার দিক দিয়ে যেমন এগিয়ে চলেছে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা। তেমনি এগিয়ে চলেছে মেধা বিকাশের ক্ষেত্রেও।

■ শৈলী নিসার

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮

সংবাদ - ১১/০৭/২০০০

সাফল্যের ১১ বছর
ঢাকার কমার্স কলেজ

তিথি ফ্লোরা

ঢাকা চিড়িয়াখানায় যাওয়ার পথেই সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল ১০ তলা ভবন, নাম ঢাকা কমার্স কলেজ। ঠিক যেন নজরুলের 'চির উন্নত মম শির'। এর পাশে রয়েছে নির্মাণাধীন ২০ তলা ভবন যা পরিণত হবে বাণিজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখনকার যুগ বাণিজ্যের যুগ। এর সাথেই তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলছে এ কলেজ। প্রথম থেকেই এ কলেজটির সফল বিচরণ লক্ষ্য করা গেছে। ঢাকার এক প্রান্তে অবস্থিত হয়েও এটি আলো ছড়িয়ে দিচ্ছে সমস্ত শিক্ষাঙ্গনে।

ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা কাল থেকে এ পর্যন্ত ফলাফল ভাল করে চলেছে। মাত্র ১২ বছরে এমন সাফল্য প্রায় অভাবনীয়; কিন্তু ঢাকা কমার্স কলেজ সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে। এর পেছনে রয়েছে এ কলেজের ব্যতিক্রমী পরিচালনা। বর্তমান সময়ের বিভিন্ন বাধাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজ।

বর্তমানে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও বিশ্ব বাজারে বাণিজ্যের ভূমিকা দেখে অধ্যাপক কাজী ফারুকী একটি কমার্স কলেজ নির্মাণের কথা ভাবনা আনেন। তিনিই '৭৯ সালেই কমার্স কলেজ নির্মাণের উদ্যোগ নেন। এরপর অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে ১লা জুলাই '৮৯ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের পর ৬ই জুলাই থেকে ছাত্রছাত্রী ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। দীর্ঘ ১০ বছর পরিশ্রম করে তবেই এ কলেজ প্রতিষ্ঠা।

মেধা তালিকায় স্থান :

ঢাকা কমার্স কলেজ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা '৯১তে মেধা তালিকায় ১ম ও ১৫তম স্থান করে নেয়। এরপর '৯২ সালে ১ম ও ১৬তমসহ দুটি, '৯৩ সালে ২য় স্থানসহ পাঁচটি, '৯৪ সালে ১ম স্থানসহ ৪টি, '৯৫ সালে ১ম ও ৩য় স্থানসহ ১০টি, '৯৬ সালে ১ম স্থানসহ ১৩টি, '৯৭ সালে ৪টি স্থান, '৯৮ সালে ৭টি, '৯৯ সালে ৮টি এবং ২০০০ সালে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানসহ মোট ১৩টি স্থান দখল করে ঢাকা কমার্স কলেজ। অর্থাৎ ১৯৮১ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রত্যেক পরীক্ষাতে মেধা তালিকায় স্থান করে নিচ্ছে এ কলেজের মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা।

ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এ ধরনের ফলাফলের পেছনে রয়েছে এ কলেজের পরিচালনা পদ্ধতি। এ কলেজ কতগুলো লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

১. ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান।

২. সৌহার্দপূর্ণ ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক আদর্শ শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৩. শিক্ষাদানের পাশাপাশি শরীরচর্চা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে হাতে-কলমে শিক্ষাদান।

৪. রাজনীতি থেকে দূরে থেকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

ঢাকা কমার্স কলেজের এ লক্ষ্যগুলো পূরণের জন্য নিরলস শ্রম দিয়ে যাচ্ছেন এ কলেজের শিক্ষকমণ্ডলি। আর তাদের সহযোগিতা ও শিক্ষা পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেই এ কলেজের ফলাফল এত ভাল হচ্ছে। এ কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি অত্যাধিক আধুনিক ও সময়োপযোগী। এ শিক্ষা পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে -

■ সাপ্তাহিক ও মাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ দু পরীক্ষার নম্বর থেকে ৫০% এবং পর্ব পরীক্ষার ৫০% নম্বর নিয়ে রেজাল্ট করা হয়। প্রতি তিন মাস পরপর পর্ব পরীক্ষা হয়ে থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা নিয়মিত পড়ার টেবিলে বসতে বাধ্য হয়।

■ এ কলেজে ৯৫% উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। উপস্থিতির মাত্রা সন্তোষজনক না হলে বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় না।

■ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সিলেবাস শেষ করা হয়। যদি কোন কারণে সিলেবাস শেষ করা না যায় তবে শিক্ষকরা অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা করেন।

■ কোন ছাত্রছাত্রী চূড়ান্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে আবার এ কলেজ থেকে পরীক্ষা দিতে পারে না, কারণ তাদের শর্তই হলো অন্তত দ্বিতীয় বিভাগ নিয়ে পাস করতে হবে।

ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষা পদ্ধতির জন্যই শুধু ভাল ফলাফল করে না; এ কলেজ নিয়ম-শৃঙ্খলার দিক থেকেও শ্রেষ্ঠ। কলেজ নিয়ম-শৃঙ্খলা শিক্ষার্থীদের ওপর এমন প্রভাব বিস্তার করে যা তাদের ভাল ফলাফল করতে সাহায্য করে।

কলেজের নিয়মগুলোকে শিক্ষার্থীরা হাসিমুখে মেনে চলে; কারণ একজন শিক্ষার্থী জানে এগুলো সবই সাফল্যের জন্য।

শিক্ষকমণ্ডলিও কলেজে ছাত্রদের মত রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত। এ কলেজের নিয়মগুলো শুধু কাগজে-কলমে নয়, হাতে-কলমে প্রয়োগ করা হয়। অনেকে বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজে ভর্তি হওয়ার থেকে টিকে থাকাই সমস্যা। তাই নিয়ম-শৃঙ্খলার দিক দিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজ অন্য কোন কলেজের অনুকরণীয় হওয়ার যোগ্যতা রাখে।

ঢাকা কমার্স কলেজ শুধু পড়ালেখাতেই সাফল্য লাভ করেনি। এর সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম রয়েছে এ কলেজের পদচারণা। এসব কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে- বিতর্ক ক্লাব, ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব, সঙ্গীত ক্লাব, নাট্য পরিষদ, আবৃত্তি পরিষদ, বিএনসিসি ও রোভার স্কাউট, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিষদ। এ সকল ব্যবহারিক কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করছে। তারা পড়ালেখার সাথে সাথে অন্য সব বিষয়ে দক্ষ হয়ে গড়ে উঠছে। তাদের এ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জ্ঞানই তাদের ভাল ফলাফল করার জন্য সহায়তা করছে।

ঢাকা কমার্স কলেজে ছাত্র-শিক্ষকের সমপ্রচেষ্টা ও সুষ্ঠু পরিকল্পনাই তাদের ভাল ফলাফলের চাবিকাঠি। আর এ কলেজের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী ১৯৯৩ সালের ৯ই জুন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে স্বর্ণপদক এবং ১৯৯৬ সালের ৪ঠা নভেম্বর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সনদ ও ক্রেস্ট লাভ করেন।

ঢাকা কমার্স কলেজের একক প্রাধান্য

১৯৯৬ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থানসহ সর্বমোট ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে। তন্মধ্যে বাণিজ্য বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১১জন এবং মেয়েদের মেধা তালিকায় ২ জন। প্রথম স্থান অধিকার করেছে মোঃ আব্দুস সোবহান। তার সর্বমোট নম্বর ৮২২। ১৯৯৫ সালেও এ কলেজ থেমে ১ম স্থানসহ মেধা তালিকায় ১০ জন স্থান লাভ করেছিল। এ বছর মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৭০ জন প্রথম বিভাগে এবং ১৫১ জন দ্বিতীয় বিভাগে পাস করেছে। পাসের হার প্রায় ৯০%।

মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্তদের নামঃ
প্রথমঃ মোঃ আব্দুস সোবহান, সপ্তমঃ মোঃ সাইফুল আলম, অষ্টমঃ মোঃ তৌফিকুল ইসলাম, দশমঃ সারওয়াত আমিনা, একাদশঃ মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, চতুর্দশঃ মোঃ শাহরিয়ার আক্তার, পঞ্চদশঃ ইমরান মজিদ, সপ্তদশঃ মোঃ গোলাম মোর্তজা, অষ্টাদশঃ মোঃ তরিকুল আলম, অষ্টাদশঃ মোঃ মঈনুল হক সিরাজী, উনবিংশঃ শামীমা সিদ্দীকা

মেয়েদের মেধা তালিকাঃ
তৃতীয়ঃ সারাওয়াত আমিনা, পঞ্চমঃ শামীমা সিদ্দিকা, নবমঃ শাহীদা আক্তার, দশমঃ মালকা তারান্নুম।

পূর্বকোণ ৩১.১০.২০০৮

টিউটোরিয়াল

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছে টিউটোরিয়াল। ক্যাম্পাস ঘুরে পুরো টিউটোরিয়াল জুড়ে থাকছে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা, তাদের কার্যক্রম এবং লেখা। এ পর্যায়ে আজকের ক্যাম্পাস ঢাকা কমার্স কলেজ

তারুণ্যের ঔজ্জ্বল্যে ঢাকা কমার্স কলেজ

কলেজের প্রথম দিন

আমার স্বপ্ন

একনজরে ঢাকা কমার্স কলেজ

নিয়ম-শৃংখলার কঠোর অনুশীলনে ছাত্রছাত্রীরা ভালো ফলাফল করছে

ঢাকা কমার্স কলেজের যুগপূর্তি উৎসব উদ্‌যাপন

- এস,এম, আলী আজম

মনোমুগ্ধকর ও বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্প্রতি তিনদিন ব্যাপী ঢাকা কমার্স কলেজের যুগপূর্তি উৎসব উদযাপন করা হয়েছে। রং বেরংয়ের ব্যানার, ফেস্টুন, ব্যান্ডদল, ঘোড়ার গাড়ীসহ ছাত্র-শিক্ষকের র‍্যালীর মাধ্যমে অনুষ্ঠানমালার সূচনা হয়। র‍্যালী উদ্বোধন করেন মিরপুরের সংসদ সদস্য জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার।

১ম পৃষ্ঠার পর

অধ্যক্ষ প্রফেসর শাফায়াত আহমাদ সিদ্দিকী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের প্রধান শিক্ষক ডঃ মোঃ হাবিবুল্লাহ এবং জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ আলী আজম।

কলেজের অভ্যন্তরীণ ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন সাবেক পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া। তিনি বলেন, প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে টিকে থাকার জন্য এদেশের ছেলেমেয়েদের বাণিজ্য শিক্ষায় দক্ষ হতে হবে। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় মেধা তালিকায় স্থান লাভকারী ঢাকা বোর্ডের কমার্স কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বর্ণপদক

যুগপূর্তি মূল অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী জনাব জিল্লুর রহমান। মন্ত্রী বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজের সকল উন্নয়ন বেসরকারী উদ্যোগে হয়েছে। এদেশে এটা সত্যি ব্যতিক্রমী। কলেজকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিতব্য বিশ্ববিদ্যায়ের জন্য মন্ত্রী 'বিশ্ববিদ্যালয় ভবন' উদ্বোধন করেন। এরপর মন্ত্রী গুণীজন, প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও প্রতিষ্ঠাতা সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু। পদক বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দৈনিক ইত্তেফাকের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক রাহাত খান। আইন মন্ত্রী বলেন, নকলের সন্ত্রাস অস্ত্রের সন্ত্রাসের চেয়ে ভয়াবহ।

কলেজের অডিটোরিয়াম, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের বাস ভবন এবং ছাত্রী নিবাসের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন। পূর্তমন্ত্রী বলেন, এ কলেজে প্রকৃত যোগ্যতা ও মেধার বিকাশ ঘটছে।

যগপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের সন্তান এবং একাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা স্বতঃস্ফুর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন 'টোকাই' খ্যাত কার্টুনিস্ট অধ্যাপক

শিক্ষকদের সম্মাননা ও স্বর্ণপদক প্রদান করেন। যুগপূর্তি উপলক্ষে ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষায় কিংবদন্তিতুল্য চারজন ব্যক্তিকে গুণীজন সম্মাননা প্রদান করেন। এরা হলেন বাংলাদেশের বাণিজ্য শিক্ষার জনক ও আই.বি.এ এর প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর মোঃ শফিউল্লাহ, চট্টগ্রাম সরকারী কমার্স কলেজের সাবেক

শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

অব পাবলিক প্রাইভেট সেক্টর' এবং 'ধূমপান, নকল ও সন্ত্রাসমুক্ত শিক্ষাঙ্গন' বিষয়ে দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান এবং প্রাথমিক চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচী উদ্বোধন করেন রেডক্রিসেন্ট এর চেয়ারম্যান শেখ কবির হোসেন। শিক্ষার্থীদের গঠন করা হয় 'ড্যামি ব্যাংক'। ড্যামি ব্যাংক উদ্বোধন করেন পূবালী ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক আনসার উদ্দিন আহমেদ। আকর্ষণীয় আলোকচিত্র ও আলোক-চিত্র শিল্পী রশীদ তালুকদার।

যুগপূর্তি অনুষ্ঠানমার সমন্বয়-কারী ছিলেন প্রফেসর মুতিয়ুর রহমান, প্রধান সমন্বয়কারী প্রফেসর লুৎফর রহমান। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জিবি চেয়ারম্যান ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক ও অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী।

ঢাকা কমার্স কলেজের যুগপূর্তি অনুষ্ঠানমালা শুরু হয় বর্ণাঢ্য র‍্যালীর মাধ্যমে। র‍্যালীতে মিরপুরের সংসদ সদস্য জনাব কামাল আহমেদ মজুমদার ও অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীকে দেখা যাচ্ছে।

আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন

কমার্স কলেজ

বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ। বাস্তব ভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থায় অতি অল্প সময়ে বেসরকারী এ প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যেই অনেকের নজরে এসেছে। ১৯৮৯ সাল থেকে যাত্রা শুরু করে মাত্র ১০/১১ বছরে এ প্রতিষ্ঠানটির সাফল্য তাই সুবিদিত। কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষসহ কতিপয় বিদ্যুৎসাহী ব্যক্তির আন্তরিক প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতায় ১৯৭৯ সালে ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র বাণিজ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বপ্ন ১৯৮৯ সালে বাস্তবরূপ লাভ করে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। কিছুদিন লালমাটিয়ায় ও পরে ধানমন্ডির একটি বাসা ভাড়া করে কলেজের প্রাথমিক কার্যশুরু হয়। এরপর ১৯৯৩ সালে সরকার ঢাকা কমার্স কলেজের নামে মীরপুরে সাড়ে তিন বিঘা জমির একটি প্লট বরাদ্দ দেওয়ার পর থেকে কলেজের উন্নয়ন কার্যক্রম চলতে থাকে। তবে কলেজটি প্রতিষ্ঠার মূলে সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব যাদের তারা হলেন ডঃ সফিক আহমেদ সিদ্দিক-এর নেতৃত্বে পরিচালিত গভর্নিং বডির।

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণীতে (বাণিজ্য) পাঠদান করা হচ্ছে। ১৯৯৪ -৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক (সম্মান) কোর্স ও স্নাতকোত্তর কোর্স প্রবর্তন করা হয়েছে। এখানে ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স ও পরিসংখ্যান বিষয়ে সম্মান কোর্স, বিবিএসহ ইংরেজী অর্থনীতি বিষয়ে সম্মান কোর্স ও হিসাব বিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স এমকম পার্ট-১,২ চালু রয়েছে। এই কার্যক্রমের পরই বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলোজী (BUBT)-র কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। কলেজের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্ল্যান অনুযায়ী পরিচালিত হয়। এখানকার শিক্ষাপদ্ধতি অনেকটা হাতে-কলমে শিক্ষার মত। শিক্ষকরা ছাত্র/ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রতিনিয়ত পড়া আদায় করে নেন- ফাঁকি দেবার কোন সুযোগ নেই। এখানকার শিক্ষার অন্যতম শর্ত হলো, শ্রেণীকক্ষে পাঠদান এবং শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক নিয়মিত উপস্থিতি। নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক, টার্ম, টিউটোরিয়াস এবং মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। উপস্থিতি ৯০% বাধ্যতামূলক এবং চূড়ান্ত নির্বাচনী পরীক্ষায় প্রতি বিষয়ে ৪০% নম্বর ছাড়া বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। অসুস্থাবস্থায় Sick bed-এ পরীক্ষা দিতে হয় অন্যথায় ছাড়পত্র নিতে হয়। কলেজের ছাত্র/ছাত্রীরা নির্ধারিত আসনে বসে। ছাত্র/ছাত্রীরা ও শিক্ষকগণ নির্ধারিত ইউনিফরম ও এপ্রোণ গায়ে দিয়ে ক্লাসে আসে। একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি এখানে সহশিক্ষা কার্যক্রম যেমন ক্রীড়া, সংস্কৃতি, বিতর্ক, আবৃত্তি, নাটক ও শিল্পকলা সহ যাবতীয় কার্যক্রম চালু রয়েছে।

ঢাকা কমার্স কলেজে ছাত্র রাজনীতি ও ধূমপান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কলেজে কোন ছাত্র সংসদ নেই তবে ছাত্র/ছাত্রীদের সার্বিক কল্যাণের জন্য শিক্ষকদের তত্ত্বাবধায়নে ছাত্র/ছাত্রী কল্যাণ পরিষদ রয়েছে। এর কাজ হলো শিক্ষা সম্পূরক সফল কার্যক্রম পরিচালনা করা। এ-ছাড়াও ছাত্র/ছাত্রীরা স্বীয় ইচ্ছানুযায়ী বিভিন্ন ক্লাবের সদস্য হয়ে মেধার পরিস্ফুটন ঘটাতে পারে। কলেজের সার্বিক নিয়মের মধ্যে পোশাক, পরিচয়পত্র প্রদান ছাড়াও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়া ক্লাশে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, আচার আচরণের যাবতীয় কার্যক্রম সুচারুরূপে পরিচালিত হয়।

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রায়োগিত শিক্ষাপদ্ধতির সাফল্যে প্রতিষ্ঠানটি আজ বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। ১৯৯১ সালের পর থেকে পাসের হার ৯৬% থেকে ১০০%। এ ছাড়াও প্রতিবছর ১ম, ২য়সহ বোর্ডের তালিকায় স্থান পাওয়া সাফল্যের আর এক বিরাট অংশ। ১৯৯৬ সালে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে। এ কলেজেরই প্রথম ব্যাচের দুইজন ছাত্র/ছাত্রী ইতিমধ্যেই এ কলেজেরই শিক্ষকরূপে যোগদান করাও অল্প সময়ে কলেজটির আরেক সাফল্য। আস্তে আস্তে কলেজের একাডেমিক ভবন ১ (১১ তলা) ২ (২০ তলা) প্রশাসনিক ভবন, প্রচার কেন্দ্রসহ শিক্ষকদের আবাসিক ভবন (১২ তলা)-এর নির্মাণ কাজ বাস্তবায়ন অনেকটা এগিয়ে গেছে। ভবনগুলোতে সার্বক্ষণিক পানি, বিদ্যুৎ, জেনারেটর-এর ব্যবস্থাসহ ৩টি লিফট জুন থেকে চালু হতে যাচ্ছে। এছাড়াও কলেজের অডিটোরিয়াম, ছাত্রীনিবাস অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষদ্বয়ের বাসভবন নির্মাণ প্রক্রিয়াধীন।

ঢাকা কমার্স কলেজের সার্বিক বিষয়ে কথা হয় কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকীর সাথে। যার দীর্ঘদিন সরকারী কলেজে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতায় কমার্স কলেজের স্বপ্ন আজ বাস্তবায়িত। কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যাপক শামসুল হুদা। বর্তমান অধ্যক্ষ জনাব কাজী ফারুকী জানালেন- অনেক সমস্যাকে পাশ কাটিয়ে উঠে অত্যন্ত ধৈর্য ও নিষ্ঠার সাথে গভর্নিং বডি শিক্ষক/ শিক্ষিকাসহ কর্মচারীদের আন্তরিক প্রচেষ্টাই আজ সাফল্যের মূলে, যাতে সরকারী কোন সাহায্য ছাড়াই স্ব অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত। সরকারের একার পক্ষে সব কাজ করা সম্ভব নয়। রাজনীতি প্রশ্নে তিনি বলেন, ছাত্র/ছাত্রীরা রাজনীতি সচেতন হবে এবং স্বীয় অধিকার ও কর্তব্যবোধে সজাগ হবে- তবে প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে জড়িত হবে না। পড়াশোনা ও রাজনীতি এক সাথে চলতে পারে না- এই দিক বিবেচনা করে কলেজটিকে সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত রাখা হয়েছে।

❑ আতাউর রহমান কাবুল

এবারের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ

১৯৯৬ সালের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে ঢাকা কমার্স কলেজ ঢাকা মহানগর এলাকার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে পুরস্কৃত হয়। গত সোমবার ওসমানী মিলনায়তনে জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট হতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সনদ ও ক্রেস্ট গ্রহণ করেন ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী।

উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসাবে স্বর্ণপদকে ভূষিত হন।

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
৬ নভেম্বর ১৯৯৬

The Bangladesh Times | NOVEMBER 5, 1996

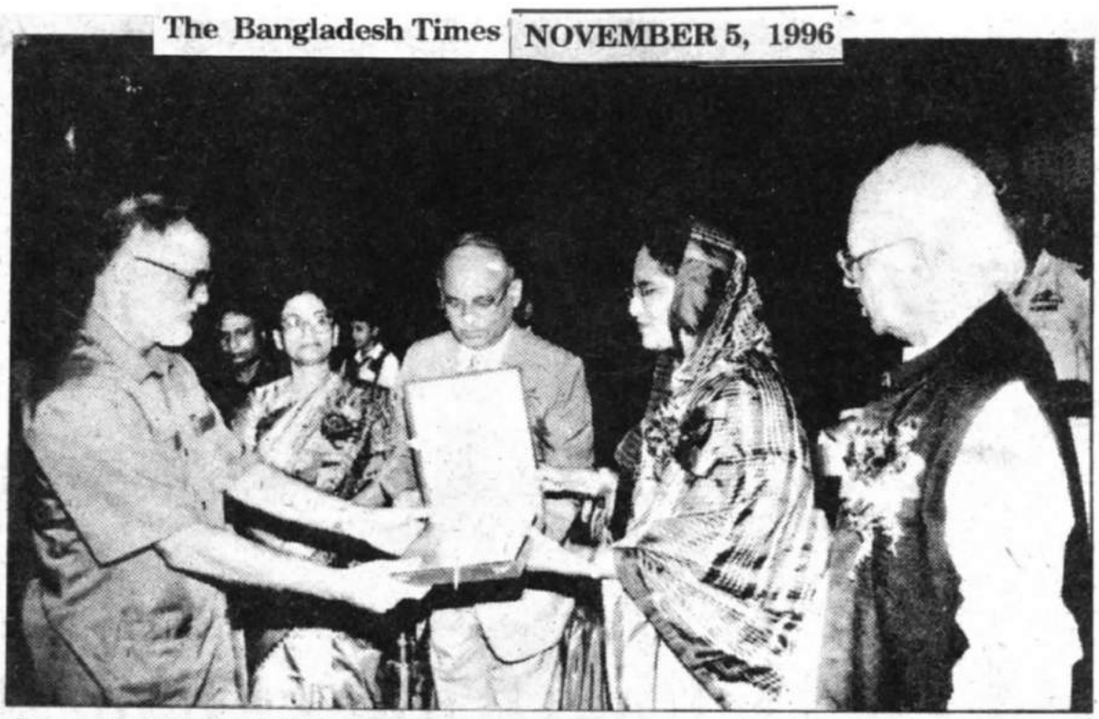

Prime Minister Sheikh Hasina distributing prizes at the prize distribution ceremony of National Education week 1996 at the Osmany Memorial auditorium on Monday.

THE FINANCIAL EXPRESS | November 5, 1996

Prime Minister Sheikh Hasina distributing prizes on the occasion of the National Education Week '96 in the Osmany Memorial Auditorium on Monday. – PID photo

ঢাকা কমার্স কলেজ দ্বিতীয়বার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি পেল

১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা কমার্স কলেজ দ্বিতীয় বারের মতো জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে স্বীকৃতি পেয়েছে। বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত এ কলেজটি মাত্র সাত বছর বয়সে ১৯৯৬ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সনদ লাভ করে। একইভাবে প্রতিষ্ঠার মাত্র একযুগ অতিক্রম করেই এ কলেজ ২০০২ সালে দ্বিতীয় বারের জন্য শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভূতপূর্ব গৌরব অর্জন করেছে। এ কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকীও ১৯৯৩ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের সনদ লাভ করেন।

ঢাকা কমার্স কলেজ দেশের প্রথম রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মিরপুরের বোটানিক্যাল পার্কের কোল ঘেঁষে ছায়া সুনিবিড় শান্ত পরিবেশে শির উঁচু করে স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ মহাপ্রকল্প। সম্পূর্ণ স্ব অর্থায়নে এ কলেজের ১১ তলা বিশিষ্ট ১নং একাডেমিক ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ২০ তলা বিশিষ্ট ২নং একাডেমিক ভবনের ১০ তলা পর্যন্ত নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ১২ তলা বিশিষ্ট ১ম শিক্ষক ভবনে শিক্ষকগণ স্বপরিবারে বসবাস করছেন। বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য, নিয়মিত ক্লাস কার্যক্রম, তিন মাস পর পর অনুষ্ঠিত পর্ব পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণ, পর্ব পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সেকশন পরিবর্তন, নির্ধারিত আসন বিন্যাস, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মাফিক শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণ, বর্ণাঢ্য প্রকাশনা ভান্ডার, বার্ষিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার্থীদের কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি কারণে ইতোমধ্যে কলেজটি দেশের অন্যতম অনুকরণীয় মডেল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। উল্লেখ্য, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগের মেধা তালিকায় এ কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা ১৯৯১ সালে ২য় ও ১৫তম স্থান, ১৯৯২ সালে ১ম ও ১৬তম স্থান, ১৯৯৩ সালে ২য়সহ ৫টি, ১৯৯৪ সালে ১মসহ ৪টি, ১৯৯৫ সালে ১মসহ ১০টি, ১৯৯৬ সালে ১মসহ ১৩টি, ১৯৯৭ সালে ৪টি, ১৯৯৮ সালে ৭টি, ১৯৯৯ সালে ৮টি, ২০০০ সালে ১ম, ২য় ও ৩য়সহ ১৩টি এবং ২০০১ সালে ১মসহ ৬টি স্থান অর্জনের ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন সম্মান এবং মাস্টার্স পরীক্ষায়ও এ কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রতিবছর মেধাতালিকায় পর্যাপ্ত সংখ্যক স্থান অর্জন করছে।

❑ *এসএম আলী আজম*

ঢাকা কমার্স কলেজ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দ্বিতীয় বারের মত স্বীকৃতি পাওয়ায় কলেজ অধ্যক্ষ কাজী ফারুকী শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুক এর নিকট থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন, মাঝে শিক্ষা সচিব শহীদুল আলম

Prime Minister Sheikh Hasina giving away awards of the National Education Week '96 at the Osmany Memorial Hall yesterday. The Daily Star – NOVEMBER 5, 1996 · PID photo

পড়াশুনা

আছে কী কোন যাদুর চেরাগ

ঢাকা কমার্স কলেজ

আজ থেকে ৮ বছর আগে ১৯৮৯ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তবে তাত্ত্বিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালে এই কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কলেজ অধ্যক্ষ কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকীসহ আরো কয়েকজনের সমন্বিত প্রচেষ্টার সফল বাস্তবায়ন আজকের ঢাকা কমার্স কলেজ। উদ্যোক্তাদের চাঁদা দিয়ে শুরু এই কলেজ আজ প্রায় পরিপূর্ণ ভবনে। ভাবতে অবাক লাগে। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রমাণ করিয়ে দেয় যেকোনো মহতী উদ্যোগ কখনো টাকার অভাবে থেমে থাকেনি।

মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডের পাশেই রাইনখোলায় অবস্থিত কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকতেই প্রথমে চোখে পড়ে কলেজের সাইনবোর্ড। নির্মাণ কাজ চলছে এখনো। কলেজ অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেই বুঝা যায় এটি একটি ভিন্ন ধাঁচের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অনেকটা হাতে-কলমে শিক্ষা দেয়া হয় এই কলেজে। পাঠদানে শিক্ষকগণ যেমন আন্তরিক তেমনি ছাত্র-ছাত্রীরাও নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থেকে পাঠগ্রহণে সচেষ্ট থাকে। তাছাড়া বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষার্থীদের প্রতিটি ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হয়। নিয়মিতভাবে সাপ্তাহিক, মাসিক, টার্ম, টিউটোরিয়ালেও অংশ নিতে হয়। এসব পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক না হলে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় না। এখানে যে ভর্তি হবে তাকে পাস করতেই হবে। গত কয় বছরে এখানকার আশাতীত সাফল্যে সবাই অভিভূত হয়েছে। অভিভাবকগণ এই কলেজে ছেলে-মেয়েদের ভর্তি করিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে চান এখন।

ঢাকা-কমার্স কলেজের ফলাফল সাফল্য দেখে অনেকেই বিস্মিত হয়েছেন। প্রতিষ্ঠার পর প্রথম বোর্ড পরীক্ষা ১৯৯১ সালের এইচএসসিতে এই কলেজ থেকে ৬১ জন পরীক্ষার্থী অংশনেয়, যাদের সবাই উত্তীর্ণ হয়। এমনকি মেধাতালিকায় ২য় ও ১৫তম স্থানও অধিকার করে। এরপরের বছরও সবাই উত্তীর্ণ হয় এবং মেধাতালিকায় ১ম ও ১৬তম স্থান অধিকার করে. এভাবে প্রতিবছরই এই কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা মেধাতালিকায় বিশেষ স্থান অর্জনসহ ভালো ফলাফল করে থাকে। এসব ছাত্র-ছাত্রী মতে, এখানকার শিক্ষা পদ্ধতি, নিয়ম-শৃংখলা খুবই চমৎকার। এই কলেজের পড়াশুনার পদ্ধতি এমন যে, ফাঁকি দেয়ার কোনো সুযোগ নেই। স্যারদের আন্তরিকতা এবং সহযোগিতাও থাকে খুব বেশী।

সরকার ১৯৯৩ সালে কলেজের বর্তমান অবস্থানে সাড়ে তিন বিঘা জমি প্রদান করে। এরপর শুরু হয় কলেজের উন্নয়ন কার্যক্রম। কোনো সরকারী সহযোগিতা নয় নিজস্ব আয় এবং ব্যক্তিপ্রদত্ত অনুদান থেকে বর্তমানে কলেজ ভবনের ১১ তলা নির্মাণ কাজ চলছে। সেইসঙ্গে ২০ তলাবিশিষ্ট বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজি ভবনের নির্মাণ কাজও চলছে। যার পেছনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যবহারিক শিক্ষাদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন এবং কলেজটিকে পর্যায়ক্রমে বাণিজ্য শিক্ষা বিস্তারে একটি অত্যাধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীতকরণ।

উদ্দেশ্য মহৎ হলে ব্যর্থ হবার অবকাশ নেই এই সত্য মাত্র প্রতিষ্ঠিত করেছে ঢাকা কমার্স কলেজ। সময়ের গতিতে সুনাম ও সুখ্যাতি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইতিমধ্যেই কলেজ সনদপ্রাপ্ত হয়েছে। ১৯৯৬ সালে এই কলেজ 'শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রেষ্ঠ কলেজের ক্রেষ্ট ও সনদপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে কলেজ অধ্যক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছিলেন।

এছাড়াও কলেজ অধ্যক্ষ কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকী '৯৩ সালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে সম্মানিত হয়েছেন। ঢাকা কমার্স কলেজ বিদ্যাশিক্ষার অনন্য পাদপীঠ হিসেবে বেসরকারীভাবেও স্বীকৃতি পেয়েছে। উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে শীর্ষে অবস্থানের কারণে কলেজ 'নায়রা নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয় শিক্ষা স্বর্ণপদক '৯৬ প্রাপ্ত হয়। আবার কলেজ থেকেও মেধাতালিকায় স্থান লাভকারী ছাত্রদের স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হয়।

শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের বাইরেও এই কলেজে ছাত্রদের জ্ঞান বিকাশের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। এখানে রয়েছে সাধারণ জ্ঞান ক্লাব, বিতর্ক ক্লাব, ভয়েস অব আমেরিকা ফ্যান ক্লাব, আবৃত্তি পরিষদ, সঙ্গীত পরিষদ, নাট্য পরিষদ, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, সাইক্লিং ও স্কেটিং ক্লাব, বিএনসিসি ও রোভারস্কাউটিংসহ নানান ধরনের কার্যক্রম। প্রায়োগিক শিক্ষা কার্যক্রমে নিয়মিত ব্যবহৃত হচ্ছে ৩টি প্রজেক্টর ও অডিও-ভিডিও সিস্টেম। শিক্ষার্থীদের ৪র্থ বিষয় হিসেবে কম্পিউটার বিষয়ের পাশাপাশি কম্পিউটার ল্যাব। প্রতিটি বিভাগের নিজস্ব বিভাগীয় সেমিনার লাইব্রেরী ছাড়াও কলেজের ৪ তলায় রয়েছে অত্যাধুনিক কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী। ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষে লাইব্রেরীর জন্য ৬ লক্ষ টাকার বই ক্রয় করা হয়। এই লাইব্রেরীতে বর্তমানে দশ হাজারেরও বেশী বই রয়েছে। এই লাইব্রেরীকে ইন্টারনেটের আওতায় নেয়া হবে বলে জানা গেছে। প্রতিবছরই কলেজ থেকে বনভোজন ও শিক্ষাসফরের আয়োজন করা হয়। দেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থানে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে যাওয়া হয়। শিক্ষামূলক বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করা হয়। এতে করে সহজে ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার বিকাশ ঘটে। ■ কামাল হাদিউজ্জামান

ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার, ১১ই পৌষ, ১৪০৪ □ Thursday, 25 December, 1997

দৈনিক জনকণ্ঠ ২৫.০৬.১৯৯৫ ঢাকা : রবিবার, ১১ আষাঢ় ১৪০২ বাংলা

ঢাকা কমার্স কলেজ

অসাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

যদি জানতে চাওয়া হয় রাজধানীর একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম তাহলে বলা যায় ঢাকা কমার্স কলেজের কথা। সত্যিকার শিক্ষার পরিবেশ রয়েছে এ কলেজটিতে। অনেকটা বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ অনুসরণের চেষ্টা করছে কমার্স কলেজ। এখানে রাজনৈতিক দলাদলি নেই। তবে রাজনৈতিক সচেতনতা আছে। কলেজ ক্যাম্পাসে ছাত্র-শিক্ষকদের ধূমপান পুরোপুরি নিষিদ্ধ। শিক্ষা ও কর্মের মৌলিক আদর্শ সামনে রেখে এগিয়ে চলেছে এখানকার শিক্ষাব্যবস্থা। শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে প্রণীত আইনের কাছে ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট সকলে আবদ্ধ। মোট কথা অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, নৈরাজ্য, হানাহানি ও ফাঁকিবাজির কোন সুযোগ নেই এখানে। সামান্য আইনভঙ্গ করলে তার উপর শাস্তি চেপে বসে জগদ্দল পাথরের মতো।

আদর্শ শিক্ষার্থী তৈরির প্রতিজ্ঞা নিয়ে '৮৯ সালে যাত্রা শুরু করেছিল ঢাকা কমার্স কলেজ। বাণিজ্য শিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি এখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। কোন রকম সরকারী

শরিফুজ্জামান পিন্টু

বা একক ব্যক্তির অনুদান ছাড়া বিগত সাত বছর ধরে সুষ্ঠুভাবে এ শিক্ষাঙ্গনের আর্থিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের একমাত্র বেসরকারী এ কমার্স কলেজের পরিকল্পনা সুদূরপ্রসারী। এ শতাব্দীর শেষ দিকে ঢাকা কমার্স কলেজের নাম হবে 'ইউনিভার্সিটি এন্ড বিজনেস এন্ড টেকনোলজি'। এসএসসি পাসের পর এখানে ভর্তি হয়ে একজন ছাত্র সর্বোচ্চ ডিগ্রী নিয়ে বেরুবে সে সময়।

'৮৯ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নে কলেজের ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ৯৯ জন। বর্তমানে আইকম, বিকম ও অনার্স পর্যায়ে এক হাজার তিন শ' ছাত্রছাত্রী এখানে পড়াশোনা করছে। এদের শিক্ষাদানের জন্য নিযুক্ত রয়েছেন একঝাঁক উচ্চশিক্ষিত তরুণ শিক্ষক। তাঁদের সংখ্যা ৩৩ জন। এখানে ভর্তির জন্য কোন নম্বর বেঁধে দেয়া হয় না। কলেজ কর্তৃক পরিচালিত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করা হয়। এখানকার শিক্ষা কার্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী। প্রতি শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীর জন্য রয়েছে নির্ধারিত চেয়ার টেবিল। রোল নম্বর অনুযায়ী প্রত্যেকের সেখানে বসা বাধ্যতামূলক। কোন ছাত্র ক্লাসে না এলে তার আসনটি খালি থাকে। এছাড়া প্রতি শ্রেণীকক্ষে অডিও ভিডিও'র মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে। দু'এক বছরের মধ্যে এ পদ্ধতি চালু করা হবে। বর্তমান কমার্স কলেজ ভবনের ভিত্তি ১৪ তলা বিশিষ্ট। এর কাজ পুরোপুরি সম্পন্ন করতে ব্যয় হবে প্রায় ২৭ কোটি টাকা।

বহুতল বিশিষ্ট এ ভবনে থাকবে প্রশাসনিক ভবন, একাডেমিক ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, লাইব্রেরি, শিক্ষক লাউঞ্জ, শিক্ষকদের পৃথক পৃথক কক্ষ, ক্যাফেটেরিয়া, ছাত্র ও ছাত্রীদের পৃথক

অধ্যক্ষ কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম

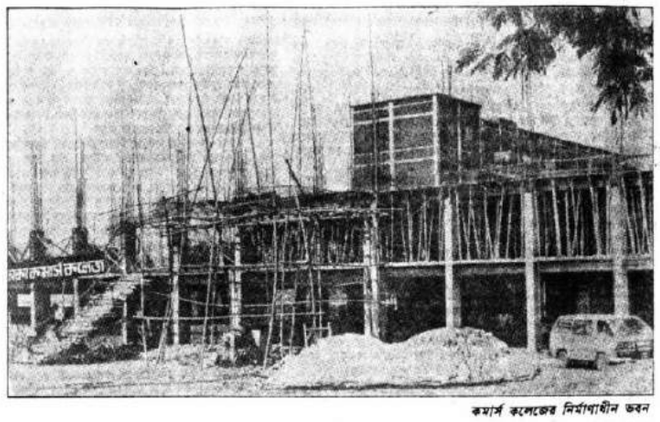

পৃথক কমনরুম, জিমনেসিয়াম, স্টুডিও, ব্যাংক, অডিটরিয়াম প্রভৃতি। ইতোমধ্যে ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ভবনের চার তলা নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে।

শুধু বাইরের চাকচিক্য নয়, একাডেমিক ক্ষেত্রেও ঢাকা কমার্স কলেজের অবস্থান শীর্ষে। '৯১ সালে কলেজ প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বছরে ৬১ জন ছাত্রছাত্রী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এদের মধ্যে মেধা তালিকায় দ্বিতীয় ও পনেরোতম স্থান দখলসহ ৪৩ জন পরীক্ষার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয় যথাক্রমে ১৬ জন ও ২ জন। পাসের হার ছিল শতকরা ১০০ ভাগ। ১৯৯৪ সালে ৫শ' ৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করে ৪শ' ৭৪ জন। এদের মধ্যে ১ম, ৫ম, ১৪তম ও ১৬তম স্থান দখলসহ প্রথম বিভাগে পাস করে ৩শ' ৬৬ জন।

কমার্স কলেজের নির্মাণাধীন ভবন

কমার্স কলেজের শিক্ষা পদ্ধতি অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী। এ কলেজের প্রতি ছাত্রছাত্রীর শতকরা ৯০ ভাগ ক্লাসে উপস্থিতি বাধ্যতামূলক। কলেজ ইউনিফর্ম পরে ও ব্যাজ লাগিয়ে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ক্লাসে প্রবেশ করতে হয়। ক্লাসে ঢোকার আগে শিক্ষককে পরিধাণ করতে হয় সাদা এপ্রন। পাঠক্রম বিন্যাস ও একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ক্লাসে পাঠদান করেন শিক্ষকরা। ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশ ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক ও পর্ব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিটি পর্বশেষে মেধা অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডে ছাত্রছাত্রীদের বিভক্ত করা হয়। যার ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব বজায় থাকে।

ঢাকা কমার্স কলেজে রয়েছে ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা কমিটি। এর সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক শহীদউদ্দীন আহমেদ। অধ্যাপক শামসুল হুদা ছিলেন কমার্স কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ। বর্তমানে অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মরত আছেন অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম ফারুকী। কলেজটিকে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করার পিছনে রয়েছে এই শিক্ষাবিদের অক্লান্ত পরিশ্রম। তিনি জানান, আমাদের লক্ষ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনা। গতানুগতিক তাত্ত্বিক শিক্ষাদান, পরিহার করে বিজ্ঞানসম্মত, আধুনিক ও প্রয়োগভিত্তিক পাঠদানের লক্ষ্যে কমার্স কলেজের জন্ম। তিনি আরও জানান, একটি আদর্শ কলেজের জন্য আদর্শ পরিবারের বিকল্প নেই। আমরা মনে করি, পুঁথিগত বিদ্যায় অর্জিত জ্ঞান অসম্পূর্ণ। তাই শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ, প্রায়োগিক ও বাস্তবধর্মী জ্ঞানদানের জন্যই আমাদের এই পথ চলা।

কলেজ ক্যাম্পাসে সরেজমিন পরিদর্শনকালে কথা হয় ভূগোল বিভাগের তরুণ শিক্ষক বাহারউল্লাহ ভুঁইয়ার সঙ্গে। তিনি কলেজ ভবনের বিভিন্ন কক্ষে নিয়ে যান এ প্রতিবেদককে। কলেজের কোথাও কাগজের টুকরা ছিল না। দেয়াল ও মেঝে ছিল ঝকঝকে পরিষ্কার। সহস্রাধিক তরুণ-তরুণী থাকলেও শোনা গেল না কোন রকমের শোরগোল। সবাই যার যার দায়িত্বে ব্যস্ত। কলেজ পিছনে ফেলে রাস্তায় পা রেখে বুঝতে পারলাম—একটি সুশৃঙ্খল পরিবেশ থেকে বিশৃঙ্খল পরিবেশে এসে পড়েছি।

ত্রাণ তৎপরতা

ঢাকা কমার্স কলেজ পরিচালনা পরিষদ ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারী-বৃন্দ সপ্তাহব্যাপী ব্যাপক ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করিয়াছে। গত ৩রা সেপ্টেম্বর কলেজ ভবনে ত্রাণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন আলহাজ্ব কামাল আহমেদ মজুমদার এম পি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর আমিনুল ইসলাম ও কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক। বন্যার্তদের মধ্যে প্রত্যহ দুই সহস্রাধিক রুটি, গুড়, চিড়া, স্যালাইন, বিশুদ্ধ পানি, পুরান কাপড় ইত্যাদি বিতরণ করা হইতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

5 September, 1998

মাস্টার্স ফাইনাল

এবারও ঢাকা কমার্স কলেজের ঈর্ষণীয় ফলাফল

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য ঘোষিত মাস্টার্স ফাইনাল পরীক্ষায় এবারও ঈর্ষণীয় ফলাফল করেছে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা। শতভাগ পাস। কোনো ফেল নেই। একজনও থার্ড ক্লাস নেই। সব বিভাগের ফলই সন্তোষজনক তথা ঈর্ষণীয়। অ্যাকাউন্টিংয়ে ৩৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২৭ জন প্রথম এবং ৭ জন দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়েছে। ফিন্যান্সের ৫৩ পরীক্ষার্থীর ৪২ জন প্রথম শ্রেণী এবং বাকি ১১ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করেছে। ম্যানেজমেন্টে ২৬ পরীক্ষার্থীর ২৪ জনই পেয়েছে প্রথম শ্রেণী। মার্কেটিংয়ের ২৬ জন পরীক্ষার্থীর ১৪ জন প্রথম শ্রেণী এবং ১২ জন দ্বিতীয় শ্রেণী লাভ করে। ইংলিশ-এ ১১ জনের ১১ জনই দ্বিতীয় শ্রেণী পেয়েছে। ইকোনমিক্সে ৯ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন প্রথম শ্রেণী এবং ৮ জন দ্বিতীয় শ্রেণী। প্রায় প্রতি বছর ঢাকা কমার্স কলেজের চিত্র এ রকমই। বিগত অনার্স ও মাস্টার্স পরীক্ষার মেধা তালিকায় শীর্ষস্থান অধিকারসহ বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। কলেজটির অন্যান্য শ্রেণীর ফলাফলেও ঈর্ষণীয় সাফল্যের চিত্র। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি ১৯৯৬ সালে মাত্র ৭ বছর বয়সে এবং ২০০২ সালে ১৩ বছর বয়সে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি অর্জন করে। ২০০৫ অবধি এ কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক ব্যবসায় শিক্ষা ছাড়াও ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং অর্থনীতি, ইংরেজি ও পরিসংখ্যান বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স খোলা হয়েছে।

এ সাফল্যে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর এবিএম আবুল কাশেম বলেন, এই সাফল্যের মূল ভিত্তি আমাদের নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকদের আন্তরিকতাপূর্ণ টিমওয়ার্ক। শিক্ষকদের মানোন্নয়নে এখানে প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার এবং শিক্ষক ওরিয়েন্টেশন ও ট্রেনিং প্রোগ্রাম। তিনি আরও বলেন, নিচের শ্রেণীগুলোতে এখানে ভালো ফলাফল অর্জনের নামে মাত্রাতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করে বা হোমওয়ার্ক দিয়ে গৃহশিক্ষক নির্ভরতা বাড়ানো হয় না; বরং শ্রেণীকক্ষেই সব শিক্ষা কার্যক্রম সুসম্পন্ন করা হয়। ❑ নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশ প্রতিদিন
ঢাকা ॥ শুক্রবার, ৩০ ডিসেম্বর ২০১১ ॥ ১৬ পৌষ ১৪১৮

কমার্স কলেজ ১শ'তে ১শ'

মোস্তফা কাজল : ফলাফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই হৈচৈ শব্দ ছড়িয়ে পড়ে মিরপুর কমার্স কলেজের ক্যাম্পাস। আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সবাই। মিষ্টির প্যাকেট ও ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় অধ্যক্ষের কক্ষ। গোটা ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে খুশির আমেজ। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে শিক্ষার্থীরা। গতকাল এইচএসসির ফলাফল প্রকাশের পর মিরপুর কমার্স কলেজে ছিল এ আনন্দের চিত্র। অভিভাবকরা মিষ্টি হাতে অধ্যক্ষ কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুককে নিজহাতে মিষ্টিমুখ করান। মিষ্টি খেয়ে অধ্যক্ষ বলেন, এই আনন্দের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো ছাত্রছাত্রীদের। শিক্ষকদের কথামতো শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করেছে। টিউটোরিয়াল ও সেমিস্টার পদ্ধতিতে লেখাপড়া করায় ছাত্রছাত্রীরা সবসময় শিক্ষার প্রতি মনোযোগী ছিল। এ জন্যই গত ৫ বছরে কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা ফলাফলে দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, ২০০২ সালে ৭শ' ২৮ জনের মধ্যে প্রথম বিভাগ পেয়েছিলেন ৫শ' ৯৩ জন। দ্বিতীয় বিভাগ ১শ' ১২ জন। পাসের হার ছিল শতকরা ৯৬ দশমিক ২০ ভাগ। ২০০৩ সালে ৮শ' ৪৭ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশ নেয়। ওই বছর জিপিএ-৫ পায় ২শ' ২২ জন। পাসের হার ছিল শতকরা ৯৯ দশমিক ৪১ শতাংশ। ২০০৪ সালে ৮শ' ৯৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২শ' ৫৩ জন জিপিএ-৫ পায়। সেবার পাসের হার ছিল ৯৯ দশমিক ৭৮ শতাংশ। চলতি বছরে ৯শ' ৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭১ জন জিপিএ-৫, ৩শ' ৮৭ জন জিপিএ ৪ দশমিক ৫ থেকে ৫, ৩শ' ৫৮ জন জিপিএ-৪ থেকে ৪ দশমিক ৫ পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। পাসের হার ১শ্বতে ১শ'। জিপিএ-৫ পাওয়া তানজিনা মোসাদ্দেক বলেন, আমাদের কলেজ সম্পূর্ণরূপে ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত। শিক্ষকরা নিবেদিতপ্রাণ। জিপিএ-৫ প্রাপ্ত আরেক ছাত্র আরশাদুজ্জামান বলেন, কলেজেই পাঠদান, কলেজেই অধ্যয়ন। টিউটোরিয়াল ক্লাস ও ক্লাস টেস্ট নিয়মিত হতো বলে লেখাপড়ার মান সব সময় উন্নত। আমরা কলেজের কাছে কৃতজ্ঞ। আরশাদুজ্জামান বড় হয়ে এমবিএ পড়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। ভাল ফলাফলের জন্য নিয়মিত ৪/৫ ঘণ্টা পড়াশোনা করতে হয়েছে বলে তিনি জানান। কলেজের শিক্ষক মিঞা লুৎফর রহমান বলেন, আমাদের কলেজে রয়েছে নিয়মানুবর্তিতা, অনুশীলন ও কঠোর অধ্যবসায়। এসবের সমন্বয়ে যাতে সুশিক্ষিত ও স্বশিক্ষিত নাগরিক গড়ে তোলা যায়– এটাই আমাদের লক্ষ্য।

মানবজমিন ২৭.৬.২০০৫

সাফল্যে প্রফুল্ল সবাই

নিয়াজ মোর্শেদ

ঢাকা কমার্স কলেজ

বাঁধভাঙা উল্লাস ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে। কারও মুখে বেদনার ছাপ নেই। একজন পরীক্ষার্থীও অকৃতকার্য হয়নি। বোর্ডে নিজের রোল নম্বর দেখেই তারা ছুটছে শিক্ষকদের কাছে। পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভুলছে না কেউ। আর শিক্ষকেরাও এত দিনের শাসন ভুলে

প্রিয় শিক্ষার্থীদের মাথায় স্নেহভরা হাত বুলিয়ে গর্ব বোধ করছেন। কলেজের অধ্যক্ষ কাজী মোহাম্মাদ নুরুল ইসলাম ফারুকী বলেন, 'ছাত্রছাত্রীদের ফলাফলে আমি খুশি। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে।'

অধ্যক্ষ জানান, এবার এইচএসসি পরীক্ষায় তাঁর কলেজ থেকে এক হাজার ৯২৪ জন পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। এর মধ্যে এক হাজার ৯২৩ জন পাস করেছে। শুধু একজন অসুস্থতার কারণে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। শিক্ষার্থী আর শিক্ষকদের মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এ সাফল্য এসেছে বলে তিনি জানান। তিনি আরও জানান, এবার ৫১৮ জন পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। অথচ পরীক্ষায় অংশ নেওয়া এক হাজার ৯২৪ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১৯৭ জন এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছিল। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ঐকান্তিক ইচ্ছার কারণেই তাদের ফলাফল এত ভালো হয়েছে। কাজী ফারুকী জানান, শুধু ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় তাঁর কলেজের সাফল্য দেশের অন্য যেকোনো কলেজের কাছে ঈর্ষণীয়। মধ্যম মানের মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী নিয়ে তাঁদের নিবিড় পরিচর্যার মাধ্যমে ভালো ফল করানো হয়েছে।

মিরপুরে শান্ত পরিবেশে অবস্থিত ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠার পরই ভালো ফল করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয়। প্রতিবছর পরীক্ষার্থীরা চেষ্টা করে আগের বছরের চেয়ে ভালো ফল করতে। শিক্ষকদের আন্তরিকতার জন্যই শিক্ষার্থীরা উৎসাহ নিয়ে পড়ালেখা করে। এ কারণে অভিভাবকেরাও সন্তানকে এখানে ভর্তি করাতে পেরে নিশ্চিন্তে থাকেন।

কলেজের নোটিশ বোর্ডে ফলাফল টাঙানোর এক ঘণ্টা পরও সেখানে শিক্ষার্থীদের ভিড় লেগেই ছিল। বারবার নিজের আর বন্ধুদের ফল দেখে নিচ্ছিল তারা। প্রিয় বন্ধুর ভালো ফলে উল্লাসে ফেটে পড়ছিল সবাই। প্রিয়জনকে জড়িয়ে আনন্দে মেতে উঠছিল তারা।

জিপিএ-৫ পাওয়া মারজান হিবা, সিহানুক, ফারুক হোসেন, সোনিয়া, শোয়েব, শিমা ও শানিলা এনাম জানালেন, শিক্ষকদের নিয়মিত পরিচর্যা, সঙ্গে কড়া শাসন, ক্লাসে নিয়মিত পরীক্ষা, টেস্ট পরীক্ষার পর বিশেষ কোচিং আর অভিভাবকদের যত্ন তাঁদের ভালো ফল পেতে সাহায্য করেছে।

মহিউদ্দীন রাসেল জানান, এসএসসি পরীক্ষায় তিনি জিপিএ-৫ পাননি। কিন্তু এবার পেয়েছেন। এর পেছনে রয়েছে শিক্ষকদের নিয়মিত তত্ত্বাবধান। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকেরা খেয়াল করেছেন। কে কোন বিষয়ে দুর্বল, তা চিহ্নিত করে বিশেষভাবে যত্ন নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে বাড়িতে অভিভাবকেরা সচেতন ছিলেন বলে তিনি ভালো ফল লাভ করেছেন।

এস এম হাবিব রাজু, জিয়াউল হাসান, তৌহিদুল ইসলাম, নামুস সাকিম, কাজী তানজিলা তাহের, মহিউদ্দীন রাসেল, পপি ও সামিয়া সবাই জানালেন, স্যারদের কড়া শাসনের জন্যই তাঁরা ভালো ফল করেছেন। ক্লাস চলাকালে তাঁদের শাসন মাঝেমধ্যে অসহ্য লেগেছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, স্যাররা কঠিন না হলে এত ভালো ফল হতো না। স্যারদের কারণেই এখন তাঁরা স্বপ্ন দেখতে পারছেন দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা বিভাগে ভর্তি হওয়ার। সবার স্বপ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ কিংবা ব্যবসায় অনুষদে ভর্তি হওয়া।

কৃতী শিক্ষার্থীদের ছবিগুলো তুলেছেন জিয়া ইসলাম, সাইফুল ইসলাম কল্লোল, মনিরুল আলম, জাহিদুল করিম সেলিম ও হাসান রাজা

প্রথম আলো ১৪.৭.২০০৮

এইচএসসি : সেরা যারা শীর্ষে যারা

মিরপুর কমার্স কলেজের জিপিএ-৫ প্রাপ্ত ছাত্রীদের উল্লাস —*আমার দেশ*

ভালো করছে ঢাকা কমার্স কলেজ

মাহাবুবুর রহমান

সাফল্যের উজ্জ্বল ধারায় এগিয়ে চলছে ঢাকা কমার্স কলেজ। পাঠদানের জাদুতে ধারাবাহিক সফলতায় ব্যবসায় শিক্ষা বিশেষায়িত এ কলেজটি। এসএসসিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ফল নিয়েও জিপিএ-৫ পাচ্ছে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা। এবারের এইচএসসির ফলে শীর্ষ তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে তারা। জিপিএ-৫ কিছুটা কমলেও আনন্দ ও উৎসাহের কমতি নেই কলেজ পরিবারের সদস্যদের। ছাত্র-শিক্ষক সবাই আশা করছেন, সফলতার সিঁড়ি বেয়ে কলেজটি এক সময় দেশসেরার তালিকায় প্রথম হবে।

অধ্যক্ষ কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম

এবারের এইচএসসির ফলে জিপিএ-৫প্রাপ্তির দিক দিয়ে ঢাকা বোর্ডে এ কলেজটির অবস্থান পঞ্চম। জিপিএ-৫ পেয়েছে ৪০৯ জন। পাসের হার ৯৯ দশমিক ৯৪ ভাগ। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১ হাজার ৮১৫ জন। পাস করেছে ১ হাজার ৮১৪ জন। ভালো ফল সম্পর্কে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী বলেন, এ কলেজের নিয়ম-কানুন সম্পূর্ণ শিক্ষাসহায়ক। কঠোরভাবে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়ার ব্যবস্থা থাকে। এজন্যই আমরা ভালো করছি। তবে আগামীতে আরও ভালো ফলের চেষ্টা করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

গতবারের চেয়ে এক ধাপ নিচে নামার কারণে কিছুটা চিন্তিতও কলেজ ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং শিক্ষকরা। গতবার এ কলেজটির অবস্থান ছিল ঢাকা বোর্ডে চতুর্থ। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০০৭ সালে ছিল সপ্তম স্থানে। ২০০৬-এ কলেজের অবস্থান ছিল দশম।

সফলতা সম্পর্কে কলেজের একাধিক শিক্ষক জানান, নটর ডেম ও ভিকারুননিসা নূনসহ অন্যান্য শীর্ষ স্থানীয় কলেজের মতো অধিকতর মেধাবী শিক্ষার্থী এই কলেজে কম ভর্তি হয়। জিপিএ-৪ পাওয়া অনেক শিক্ষার্থীও এ কলেজে পড়ে। তাদেরকে যথাযথ পাঠদানের মাধ্যমে ভালো ফলের জন্য তৈরি করেন শিক্ষকরা। শিক্ষকদের অধিক নজরদারি আর ● পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

● শেষ পৃষ্ঠার পর

নিয়মিত পাঠদান ও সব বিষয়ে সহযোগিতা, টেস্টের পর বিশেষ কোচিং, কলেজ লাইব্রেরি ব্যবহারের সুযোগ ইত্যাদি কারণে এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

১৯৮৯ সালে কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে ঢাকা কমার্স কলেজের কার্যক্রম শুরু করেন। ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার সুযোগ সৃষ্টি করতে ও মধ্যম মানের শিক্ষার্থীদের নার্সিংয়ের মাধ্যমে ভালো অবস্থায় নিয়ে আসতেই এ কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে জানান তিনি। তার সে চিন্তা বাস্তবায়ন হয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই কলেজের শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করে আসছে। ১৯৯১ সালে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। প্রথমবারেই দেশের সেরা কলেজগুলোর একটি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। এরপর প্রতি বছরই শীর্ষ ১০টি কলেজের মধ্যে নিজেদের স্থান ধরে রাখছে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। মাত্র ৬১ জন ছাত্রছাত্রী নিয়ে কলেজ চালু করলেও বর্তমানে ঢাকা কমার্স কলেজে পাঁচ হাজার ২৫০ জন শিক্ষার্থী আছে। আর তাদের পাঠদানের জন্য আছেন শতাধিক শিক্ষক ও শিক্ষিকা। অধ্যক্ষ জানান, পড়াশোনার পাশাপাশি আউটডোর গেমস ছাড়া সহশিক্ষা কার্যক্রমের সকল শাখায় রয়েছে এ কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিচরণ। পড়াশোনার মতোই এদিক থেকেও বহুবার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে তারা। শিক্ষা সপ্তাহের পুরস্কার বেশ কয়েকবার অর্জন

ঢাকা কমার্স কলেজের পুনর্মিলনী

ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে ২০০৪ সালের এইচএসসি পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠন 'প্রত্যয়' এর উদ্যোগে সম্প্রতি কলেজ হল রুমে দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানমালার মধ্য দিয়ে পুনর্মিলনী ২০০৬ অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকী। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক মোঃ শফিকুল ইসলাম। পুনর্মিলনীর সমন্বয়কারী ও আহ্বায়ক ছিলেন এস এম আলী আজম এবং আন্দালিব হোসেন জয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 'প্রত্যয়' সভাপতি মুনতাসীর রহমান পিয়াস।

যুগান্তর ২২.৩.২০০৬

ঢাকা কমার্স কলেজ চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড আয়োজিত আন্তঃ কলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঢাকা কমার্স কলেজ। গতকাল ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় ঢাকা কমার্স কলেজ ৯ উইকেটে মিরপুর কলেজকে হারিয়ে ওই সফলতা অর্জন করে। প্রথমে ব্যাট করে মিরপুর কলেজ ১২৩ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ঢাকা কমার্স কলেজ ১ উইকেট হারিয়ে পৌঁছায় লক্ষ্যে (১২৫)। সিয়াম দলের পক্ষে সর্বোচ্চ ৪৬ এবং সালমান ৪ উইকেট সংগ্রহ করে। ম্যাচ সেরা হয়েছেন বিজয়ী দলের সালমান। উল্লেখ্য, এবার আন্তঃ কলেজ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ঢাকার মোট ৪৮টি [illegible] অংশ নেয়। বিজ্ঞপ্তি।

যায়যায়দিন
২.১২.২০১৫

ঢাকা কমার্স কলেজ ॥ মিরপুরের অহঙ্কার

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য

আলী আজম ॥ মিরপুরের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কর্মাস কলেজ এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। ঢাকা বোর্ডের (বাণিজ্য) ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানসহ তেরটি স্থান দখল করেছে।

২৬ আগস্ট প্রকাশিত ফলাফলে দেখা যায়, এ কলেজের ৬৬৮ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৮০ জন ১ম বিভাগ ও ১৪৫ জন ২য় বিভাগসহ মোট ৬০০ জন কৃতকার্য হয়। স্টার নম্বর লাভ করে ৫৬ ছাত্রছাত্রী। কলেজের পাসের হার ৯৪.৪%, যেখানে বোর্ডের পাসের হার মাত্র ৩৫.৪%। ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত ঢাকা কর্মাস কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী ফারুকীসহ অধ্যাপকমণ্ডলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় প্রতি বছর বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করছে।

এ কলেজের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় ১৯৯১ সালে ২য় ও ১৫তম স্থান, ১৯৯২ সালে ১ম ও ১৬তম স্থান, ১৯৯৩ সালে ২য়সহ ৫টি স্থান, ১৯৯৪ সালে ১মসহ ৪টি, ১৯৯৫ সালে ১মসহ ১০টি, ১৯৯৬ সালে ১মসহ ১৩টি, ১৯৯৭ সালে ৪টি, ১৯৯৮ সালে ৭টি, ১৯৯৯ সালে ৮টি ও ২০০০ সালে ১৩টি স্থান লাভ করে। ডিগ্রী, সম্মান ও মাস্টার্স পরীক্ষায়ও ঢাকা কর্মাস কলেজ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করছে।

নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ভাল ফলের কারণে এ কলেজ মাত্র ৭ বছর বয়সে ১৯৯৬ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করে। এ কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নূরুল ইসলাম ফারুকীও জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের পুরস্কার লাভ করেছেন।

ঢাকা কমার্স কলেজের উত্তরোত্তর সাফল্য সম্পর্কে অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী বলেন, পরিচালনা পরিষদের বিজ্ঞ ও দক্ষ পরিচালনা, শিক্ষকদের অক্লান্ত শ্রম, শিক্ষার্থীদের কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলার সুষ্ঠু অনুশীলন ও নিয়মিত উপস্থিতি, কলেজের পরীক্ষা পদ্ধতি ও লেখাপড়ার সর্বোৎকৃষ্ট পরিবেশের কারণে ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা ভাল ফল অর্জন করছে। তিনি এ কলেজের সাফল্যে ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এবারের এইচ.এস.সি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগ ১ম স্থান অধিকার করেছে ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র মোঃ সাইফুল আলম। তিনটি বিষয়ে লেটার নম্বরসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৬৮। তার পিতা তোজাম্মেল হোসেন লক্ষ্মীপুর সোনালী ব্যাংকের ক্যাশিয়ার ও মা মারজাহান বেগম গৃহিণী। লক্ষ্মীপুরের সাইফুল কলেজ হোস্টেলে থেকে নিয়মিত ৫/৬ ঘন্টা পড়াশোনা করত। অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী স্বয়ং সাইফুলের লেখাপড়ার তদারকী করতেন। সাইফুল তার ভাল ফলের জন্য কলেজ অধ্যক্ষ, শিক্ষকমণ্ডলী ও সহপাঠীদের সহযোগিতা এবং কলেজের নিয়ম-শৃঙ্খলার কথা উল্লেখ করে। সাইফুল প্রচলিত ছাত্র রাজনীতির বিপক্ষে। তার মতে ছাত্রদের দলীয় রাজনীতিমুক্ত হয়ে অস্ত্র ফেলে সাধারণ ছাত্র কল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে ফিরে আসা দরকার। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইটিএ থেকে বিবিএ করতে চায়। ভবিষ্যতে সাইফুল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হওয়ার আশা ব্যক্ত করে।

বাণিজ্য বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে একই কলেজের ছাত্র মোঃ ইমতিয়াজ খান পার্থ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮১৬। সে ভবিষ্যতে একজন এমবিএ হতে আগ্রহী। মুন্সীগঞ্জের ইমতিয়াজের পিতা রফিকুল ইসলাম জনতা ব্যাংক ঢাকা মেডিকেল কলেজ শাখার ম্যানেজার ও মা জিন্নাতুল নাহার গৃহিণী। ইমতিয়াজ তার ভাল ফলের জন্য কলেজের শিক্ষক ও পিতামাতার অবদানের পাশাপাশি কলেজের শৃঙ্খলা ও পাঠদান পদ্ধতিকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। কারণ এ কলেজের ছাত্র-শিক্ষক উভয়েই ভাল ফলের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তার মতে, বাজারের প্রচলিত গাইড বই না পড়ে টেক্সট বুক বোর্ড অনুমোদিত কয়েকটি বই পড়ে নিজে নোট করে তা শিক্ষকদের দ্বারা সংশোধন করিয়ে পড়া উচিত।

বাণিজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে মোঃ রেজাওয়ানুল হক জামী। ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র জামীর প্রাপ্ত নম্বর ৮৪৫। তার পিতা জোবায়দুল হক বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রজেক্ট ডিরেক্টর ও মা দিলরুবা হক গৃহিণী। জামীর ভাল ফল পাওয়ার পিছনে শিক্ষকবৃন্দ, পিতামাতা ও বন্ধুদের সহযোগিতা রয়েছে। তার মতে শিক্ষা ব্যবস্থা আরো প্রযুক্তি নির্ভর হওয়া দরকার। তার স্বপ্ন নিজস্ব একটি সফটওয়্যার ডেভলপমেন্ট প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা। সায়েন্স ফিকসনের বই জামীর পছন্দ। তার প্রিয় লেখক আইজ্যাক আসিমভ ও জাফর ইকবাল।

মেধা তালিকায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে একই কলেজের ছাত্র মোঃ মনজুর মোর্শেদ। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮৩৫। পিতা তোফায়েল আহমেদ চাকুরীজীবী। সে এমবিবিএস হতে ইচ্ছুক। তার মতে, ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষকবৃন্দ আন্তরিক।

বাণিজ্য বিভাগে ৮ম স্থান অধিকার করেছে মোঃ খালেদ মনসুর। প্রাপ্ত নম্বর ৮২৩। রংপুরের ছেলে খালেদের পিতা আইসিডিডি আরবির চাইল্ড হেলথ প্রজেক্ট ম্যানেজার। তার মতে, শিক্ষা ব্যবস্থায় বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য এসব গ্রুপ থাকা ঠিক নয়। একই সঙ্গে যে কোন গ্রুপের সাবজেক্ট নেয়ার ব্যবস্থা থাকা

সাপ্তাহিক মিরপুর বার্তা ৪ সেপ্টেম্বর ২০০০

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের মাঝে কলেজের প্রিন্সিপাল

ঢাকা কমার্স কলেজ ঃ

অব্যাহত সাফল্যের সূতিকাগার

এইচএসসি পরীক্ষায় ঢাকা কমার্স কলেজ এবারও উল্লেখযোগ্য ফলাফল লাভ করেছে। বাণিজ্য শিক্ষার এই বিশেষ প্রতিষ্ঠানটির ৮৯৭ জন এইচএসসি পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮৯৫ জন উত্তীর্ণ হয়েছে। এরমধ্যে ৫৩ জন পেয়েছে জিপিএ-৫। মোট ৮০০ জনেরও বেশী শিক্ষার্থী অর্জন করেছে জিপিএ-৪ থেকে ৪.৫০ পর্যন্ত নম্বর। রেকর্ডে দেখা যায়, এসএসসিতে জিপিএ-৫ নম্বর পেয়ে মাত্র ১ জন ছাত্রী ভর্তি হয়েছিল এ কলেজে। অথচ এইচএসসিতে শতকরা ৮৫ দশমিক ৪০ সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এবার উত্তীর্ণ হয়েছে ৪ হতে ৫ নম্বর পেয়ে। এবার মোট পাসের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৯ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

চলতি ২০০৪ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বাণিজ্য শাখার জিপিএ-৫ পাওয়া ৫৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৫ জনই ছাত্রী ও ১৮ জন ছাত্র।

২০০৩ সালে ঢাকা কমার্স কলেজে পাসের হার ছিল ৯৯ দশমিক ২৯ শতাংশ এবং ২০০২ সালে ৯৬ দশমিক ৮৪ শতাংশ। ১৯৯১ ও '৯২ সালে এ কলেজ থেকে শতকরা ১০০ জন উত্তীর্ণ হয়েছিল।

কলেজের প্রিন্সিপাল ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর কাজী মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম ফারুকী বলেছেন, আমাদের কলেজে রাজনীতি নিষিদ্ধ। সাধারণ ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা একযোগে ছাত্রকল্যাণের বিষয়টি দেখাশুনা করে। ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত পাঠদান করা হয়, কঠোরভাবে একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুসরণ করে। দেশের রাজনৈতিক বা অন্য কোন কারণে ক্লাস বন্ধ হলেও কর্তৃপক্ষ সেটা অন্য কোনভাবে পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করেন।

এই কলেজের নিয়ম-কানুন অত্যন্ত কঠোর। সাপ্তাহিক, মাসিক এবং পর্ব অনুযায়ী নিয়মিত পরীক্ষা নিয়ে তার ফলাফল যোগ করে সারা বৎসর ছাত্রছাত্রীদের সচেতন রাখার চেষ্টা করা হয়। কেউ খারাপ করে থাকলে তাকে নীচের সেকশনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। এটাই এক ধরনের শাস্তির বিধান। গত বছর এ কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১৬টি সেকশন বা শাখা ছিল। এবার সেখানে সেকশনের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৬। তারমধ্যে ইংরেজী মাধ্যম শিক্ষার জন্যও শাখা রয়েছে। সেকশন প্রতি ছাত্রছাত্রী আগে ছিল ৫৬ জন. এবার হয়েছে ৬০ জন।

ঢাকা ঃ বৃহস্পতিবার, ২২ আশ্বিন, ১৪১১ ❑ Thursday, 7 October, 2004 দৈনিক ইত্তেফাক

সাফল্যের মূলে অধ্যবসায় ও নিয়মানুবর্তিতা

মিয়া লুৎফার রহমান

কমার্স কলেজের ভালো ফলাফলের পেছনে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিয়মিত লেখাপড়ার প্রতিযোগিতা সৃষ্টির প্রয়াস সর্বদা চালানো হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে তারা সার্বিক সহযোগিতা কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর কাজ থেকে পেয়ে থাকে। কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীরা যে শতভাগ পাস করেছে এর পেছনে দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টা-অধ্যবসায়, নিয়ম-আনুবর্তিতা, সঠিক দিকনির্দেশনা, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে মনে করি। মেধার নিবিড় চাষ এ কলেজে হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের যে বিষয়ে দুর্বলতা থাকে সে বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকের সমন্বয়ে একটি নিয়মিত বোঝাপড়া হয়ে থাকে। খোলামেলা আলোচনা এবং পর্যালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীদের দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা সহজ হয়। সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক পরীক্ষার নিয়মিত ব্যবস্থা আছে এবং মেধার ক্রমানুযায়ী সেকশন তৈরি ও ভাগ আছে। এ থেকে জেড সেকশন পর্যন্ত মেধার ক্রমানুসারে সাজানো হয়। যারা সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকায় সবচেয়ে ভালো করে অর্থাৎ মেধার স্বাক্ষর রাখে তারা 'এ' সেকশনে তারপর মেধার ক্রমানুসারে 'বি', 'সি' ও 'ডি' থেকে জেড পর্যন্ত ভাগ আছে। তবে ফলাফলের ওপরে শিক্ষার্থীদের সেকশন পরিবর্তন হয়। যারা ভালো ফলাফল করে তারা ওপরের সেকশনে উঠে আসে। যারা এই নিয়মিত পরীক্ষায় খুব ভালো করে না তারা নিচের সেকশনে চলে যায়। জিপিএ-৫ এসএসসিতে ভর্তি হয়েছিল ৩ জন আর এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে এবার ৭১ জন। ৯০৪ জন পরীক্ষার্থী এবার এইচএসসিতে অংশগ্রহণ করেছে। তারা সবাই পাস করেছে। পাসের হারে কমার্স কলেজ শতভাগ উত্তীর্ণ। সেরা দশ কলেজের মধ্যেও কমার্স কলেজ অন্যতম। এটা নিঃসন্দেহে এই কলেজের জন্য গৌরবের বিষয়। আমরা যে সব ভালো শিক্ষার্থীকেই এখানে ভর্তি করি তা নয়। ৫০ ভাগ ভালো ফলাফল নিয়ে ভর্তি হয়, বাকি ৫০ ভাগ সাধারণ মেধার। তাদের ফলাফলও সে রকম। কিন্তু তাদের আমরা আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি, গাইড, পর্যবেক্ষণ, সাজেশন মাধ্যমে ভালো ফলাফল লাভের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হই। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করি। যাতে তারা ভালো ফলাফলে উৎসাহিত হয়। এজন্য অবশ্য তাদের নিয়মিত অধ্যবসায় ও একাগ্রতাও কম নয়। গত বছর ৫৩ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। গতবার এইচএসসিতে যাদের ভর্তি করা হয়েছিল তাদের কেউ জিপিএ-৫ পায়নি। কিন্তু তারপরও এবার এইচএসসিতে ৭১ জনের জিপিএ-৫ পাওয়া কম সাফল্য নয়। গত বছরে আমাদের পাসের হার ছিল ৯৯.৭৮ ভাগ। কারণ দুটি ছেলে অসুস্থতার কারণে পরীক্ষা ড্রপ দিয়েছিল। এবার সে রকম ঘটনা ঘটেনি, তাই শতভাগ উত্তীর্ণ হয়েছে। সমাজের কাছে আমাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে। আমরা সে দায়বদ্ধতা থেকে যে শিক্ষার্থীদের ভর্তি করলাম তাদের আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বর্তমান সময়ের এই নৈতিক অবক্ষয়ের যুগেও আমরা যদি কিছু মানুষের মতো মানুষ গড়ে তুলতে পারি সেটাই আমাদের সবচেয়ে সার্থকতা। এরাই হয়তো ভবিষ্যতে আমাদের অন্ধকারের পথ থেকে আলোর পথে নিয়ে যেতে পারবে সেই প্রচেষ্টায় আমরা সর্বদা নিবেদিত।

কমার্স কলেজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে সময়ানুবর্তিতা। ক্লাস শুরুর নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে কাউকে ক্লাসে ঢুকতে দেওয়া হয় না। এ পদ্ধতি চালু হওয়ার জন্য ক্লাসে নির্দিষ্ট সময় উপস্থিতির বিষয়ে সব শিক্ষার্থী সচেতন থাকে।

উপাধ্যক্ষ, ঢাকা কমার্স কলেজ

সমকাল | বুধবার ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৫

ঢাকা কমার্স কলেজের সেরা সাফল্য

দিদার চৌধুরী/আহমেদ ইরফান ❑

ঢাকা কমার্স কলেজ। বাণিজ্য শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান। তাত্ত্বিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীকে সুশিক্ষিত করা ঢাকা কর্মাস কলেজের উদ্দেশ্য। ঢাকায় বাণিজ্য শিক্ষার কোনো পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান নেই। খুব দরকার ছিল এ ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের।

ব্যাপারটি উপলব্ধি করলেন অধ্যাপক কাজী নুরুল ইসলাম ফারুকী। জন্ম দিলেন ঢাকা কমার্স কলেজের।

তারিখটি ১ জুলাই '৮৯ সাল।

লালমাটিয়ার কিং খালেদ ইনস্টিটিউট থেকে কলেজটি প্রাসঙ্গিক কার্যক্রম শুরু করে। শুরুতে কলেজের ফাণ্ড ছিল মাত্র ১৩ শত টাকা। তারপর ধানমন্ডির ভাড়া করা বাড়িতে কিছু দিন শিক্ষা কার্যক্রম চালায়। বর্তমানে কলেজটি মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডে স্থায়ী আসন গেড়েছে। কলেজটি শিক্ষা কার্যক্রম শুরুর থেকেই সাফল্য পেতে থাকে। মাত্র ৯৮জন ছাত্রছাত্রী দিয়ে শুরু করা ঢাকা কমার্স কলেজের বর্তমান ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১৬৫০ জন। শিক্ষক ও বেড়েছে অনুপাতিক হারে। ৫ জন খণ্ডকালীন শিক্ষকসহ মোট শিক্ষক আছেন ৫৬ জন।

ঢাকা কমার্স কলেজে শুরুতে উচ্চ

মাধ্যমিক ও স্নাতক (পাস) কোর্স চালু ছিল। বাণিজ্য শিক্ষায় সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে '৯৫ সাল থেকে চালু করা হয়েছে অনার্স কোর্স। এতো কম সময়ে অনার্স কলেজ হিসেবে মর্যাদা লাভ করার গৌরব বাংলাদেশে অন্য আর কোন কলেজের নেই। প্রথম বছরে হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা দিয়ে অনার্স কোর্স কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। বর্তমানে হিসাববিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা ছাড়াও মার্কিটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়। এখানে ইতিমধ্যে মাষ্টার্স কোর্স চালু হয়েছে। কলেজের অধ্যক্ষ কাজী নরুল ইসলাম ফারুকী বলেন, '৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে প্রতিষ্ঠানটিতে বিবিএ ও এমবিএ কোর্স চালু করা হবে। তিনি আরো বলেন, কলেজের পুরো অবকাঠামো নির্মাণ শেষ হলে প্রতিষ্ঠানটিকে Bangladesh university of Business and Technology (B.U.B.T)- তে রূপান্তর করা হবে।

কাজী ফারুকী বলেন, (B.U.B.T)-তে কেবল Business Education-এর বিষয়গুলোই পড়ানো হবে না, বাণিজ্য শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং দেশ ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী অন্যান্য বিষয়ও পাঠদান করা হবে। অবশ্য প্রাথমিকভাবে ব্যবসা ও কম্পিউটার বিষয়ক কোর্সকে প্রাধান্য দেওয়া হবে।

শিক্ষা কার্যক্রম

ঢাকা কর্মাস কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম ৬টি টার্মে বিভক্ত। প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের মেধার বিকাশে নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক, টার্ম, টিউটারিয়াল এবং মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। সবাইকে পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। কোন ফাপ নেই। অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক না হলে বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয় না। বোর্ড বা বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষায় অকৃতকার্য কোন ছাত্রছাত্রী পুনরায় এ কলেজে পরীক্ষা দিতে পারে না। কারণ এ কলেজের মূলনীতি হলো ভর্তি হলেই পাস করতে হবে।

ফলাফল

ঢাকা কমার্স কলেজ বরাবরই ভালো ফলাফল করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি

ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য শাখায় একক কৃতিত্ব দেখিয়ে আসছে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই। '৯১ সালে ঢাকা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগ থেকে মেধা তালিকায় ২য় স্থান অধিকারী মাসুদা খানম নিপার ফলাফল দিয়ে শুরু হয় যাত্রা। এ বছর অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থানসহ মোট ১৩ জন মেধা তালিকায় স্থান দখল করে নেয়। গত সাত বছরে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে এইচএসসি পরীক্ষায় মোট ৩৬ জন মেধা তালিকায় স্থান দখল করে নেয়। বিগত বছরগুলোর ফলাফল বিবেচনায় ঢাকা কমার্স কলেজের গড় পাসের হার ৯৫%। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বি কম, (পাস) পরীক্ষায় কয়েকটি কৃতিত্বের সাক্ষর রাখে। বি কম (পাস) পরীক্ষায় প্রতিষ্ঠানটির পাসের হার গড়ে ১০০%।

একটি মহাপরিকল্পনা

ঢাকা কমার্স কলেজের রয়েছে এক মহাপরিচালনা। প্রথমে পরিকল্পনার কথা শুনে হয়তো অবিশ্বাসও মনে হতে পারে। তবে যে কলেজ মাত্র ১৩০০ টাকা নিয়ে যাত্রা শুরু করে বর্তমান পর্যায়ে এসেছে, তাদের দ্বারা সব সম্ভব, এ কথা অন্তত বলা যায়। কলেজের প্রশাসনিক ভবনটি হবে ৮তলাবিশিষ্ট। প্রতি তলায় থাকবে ৪ হাজার বর্গফুট মেঝে। ইতিমধ্যে কলেজের নির্মাণ কাজ অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। একাডেমিক ভবন থাকবে ২টি। ১নং একাডেমিক ভবন ১১তলাবিশিষ্ট হবে। ইতিমধ্যে ভবনটির ৬ তলা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২ নং একাডেমিক ভবনটি হবে ২০তলাবিশিষ্ট। প্রতি তলায় প্রায় ৮ হাজার বর্গফুট মেঝে থাকবে। অত্যাধুনিক এই ভবনটিতে লিফট, তিনটি সিঁড়িসহ সব ধরনের ব্যবস্থা থাকবে।

কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য নির্মাণ করা হবে ১২ তলাবিশিষ্ট আধুনিক ভবন। এই ভবনে মোট ৬৬টি পরিবার থাকার সুযোগ পাবে। ঢাকা কমার্স কলেজ প্রকল্পের শিক্ষা ও ভৌত কাঠামো, পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে তুলতে খরচ হবে প্রায় ৭০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৭টি লিফট, অডিও ভিডিও ও প্রচার সিস্টেম, লাইবেরিসহ যাবতীয় সব ব্যবস্থা থাকবে।

শিক্ষার সম্পূরক কার্যক্রম

এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীগণ পাঠ্যবই পড়ার পাশাপাশি ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক, বিতর্ক, আবৃত্তি, নাটক, শিল্পকলা, শিক্ষাসফর প্রভৃতি শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম পালন করা হয় নিয়মিতভাবে। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গড়া হয়েছে মিউজিক ডামা, বির্তক, সাধারণ জ্ঞান, রাইটিং ইত্যাদি ক্লাব। সাহিত্যচর্চার জন্য নিয়মিত বার্ষিকী ও দেয়ালিকাও প্রকাশ করা হয়।

শুধু শিক্ষাই নয় শিক্ষার পাশাপাশি সাহিত্য ও সঙ্গীত চর্চা করে থাকে এই কলেজের ছাত্রছাত্রী। এছাড়া বিভিন্ন খেলাধুলায় এ কলেজের ছাত্রছাত্রী বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে।

মেধা তালিকায় স্থানপ্রাপ্ত কয়েকজন ছাত্রকে প্রশ্ন করলাম কেন এই কলেজের ছাত্রছাত্রী ভালো ফলাফল করছে। তারা বললেন- এই কলেজের প্রত্যেক শিক্ষক আন্তরিকতার সঙ্গে আমাদের শিক্ষা দিয়ে থাকেন। যে কোন সময় যে কোন বিষয়ে আমরা তাদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি। তাছাড়া এই কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতি সব সময় আমাদের প্রতিযোগীর মনোভাব গড়ে তুলেছে যার ফলে আমরা ভালো ফলাফল করেছি।

ভারপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রধান (বাংলা বিভাগ) মোঃ সাইদুর রহমান বলেন ছাত্ররা হচ্ছে কাঁচা মাটির মতো। তাদের যেভাবে গড়া হবে তারা সে ভাবেই গড়বে। তাই আমরা সর্বক্ষণ তাদের ভালো ফলাফল, ভালো ছাত্র ও যুগপোযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি।

ঢাকা কমার্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী বললেন, ছাত্রছাত্রীদের অগ্রগতি ও বর্তমান যুগের সঙ্গে তাল রেখেই এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি মনে করেন বাংলাদেশে কমার্স কলেজের মতো বিজ্ঞান কলেজ এবং বিষয়ভিত্তিক কলেজ গড়ে তোলা উচিত। তিনি বলেন, এই কলেজে ছাত্র ছাত্রীদের উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি, আমরা নির্দিষ্ট সময়ে কোর্স সমাপ্ত করি এবং একাধিকবার পরীক্ষা নেই। যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা ভালো ফলাফল করতে সক্ষম হয়। তিনি ১৯৯৮ সালের মধ্যে এই কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ দিতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেন।

ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

ঢাকা কমার্স কলেজ ভালো ছাত্র তৈরির পাশাপাশি ভালো শিক্ষক তৈরির দায়িত্বও পালন করে যাচ্ছে। প্রতি বছর এখান থেকে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্ম শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে কলেজের সকল শিক্ষক অংশ নেয়। অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ, প্রশিক্ষণের মূল দায়িত্বটি পালন করেন। পেশাগত প্রশিক্ষণের এই ব্যবস্থাটি বেসরকারি পর্যায়ে বাংলাদেশে প্রথম।

ভোরের কাগজ
ঢাকা বৃহস্পতিবার ২৩ কার্তিক ১৪০৩
৭ নভেম্বর ১৯৯৬

কমার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য

মাহবুব বিদ্যুৎ

ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত কলেজ হিসেবে ঢাকা কমার্স কলেজের ঐতিহ্য প্রায় এক যুগের। যুগোপযোগী ও বস্তুনিষ্ঠ বাণিজ্য শিক্ষার প্রবর্তনে ১৯৮৯ সালে লালমাটিয়ায় কেবল উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী দিয়ে যাত্রা শুরু করে ঢাকা কমার্স কলেজ। বর্তমানে মিরপুর চিড়িয়াখানা রোডের রাইনখোলায় নিজস্ব বহুতল ভবনে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স, পরিসংখ্যান, ইংরেজি ও অর্থনীতি বিষয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স চালু আছে। এছাড়া মাস্টার্স আছে ব্যবস্থাপনা, হিসাববিজ্ঞান, মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে। বাণিজ্য শিক্ষাকে ত্বরান্বিত করতে ১৯৯৭ সালে কলেজ কর্তৃপক্ষ বিবিএ কোর্স চালু করে। খুব শিগগিরই এমবিএসহ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস টেকনোলজি নামে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ পেতে যাচ্ছে ঢাকা কমার্স কলেজ। আধুনিক ও বস্তুনিষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অত্যন্ত সাফল্যজনক ফলাফল করার কারণে ইতিমধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ শ্রেষ্ঠ কলেজ হওয়ার গৌরব অর্জন করে। পাশাপাশি যুগোপযোগী ও সুশৃঙ্খল শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য কলেজ অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকী শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও সন্তোষজনক ফলাফলের কারণে ১৯৯৫ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা কমার্স কলেজে ফিন্যান্স অনার্স চালুর অনুমতি দেয়। সম্প্রতি প্রকাশ পায় ফিন্যান্স অনার্সের প্রথম ব্যাচের ফলাফল। মোট ৩৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫ জন প্রথম শ্রেণীসহ ৩৪ জন দ্বিতীয় শ্রেণীতে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়। উল্লেখ্য, দেশে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে শুধু ঢাকা কমার্স কলেজেই ফিন্যান্সে অনার্স আছে। এই ৩৯ জন ছাত্রছাত্রীর সাফল্যজনক ফলাফলে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক মহলে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। এ ব্যাপারে কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী নূরুল ইসলাম ফারুকী বলেন, বর্তমান প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে বাণিজ্য শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে আমরা আমাদের কলেজে ফিন্যান্স অনার্স কোর্স চালু করি। ফিন্যান্স বিভাগের প্রথম ব্যাচের ফলাফলে আমি অভিভূত। আমি মনে করি, ছাত্রছাত্রীদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর শিক্ষক-অভিভাবকদের সহযোগিতার ফলে পাঁচটি প্রথম শ্রেণী ও বাকি ৩৪টি দ্বিতীয় শ্রেণী অর্জনে সক্ষম হয়েছে ছাত্রছাত্রীরা। ফিন্যান্স বিভাগের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ নূর হোসেন বলেন, 'প্রথম ব্যাচ হিসেবে এই ৩৯ জন ছাত্রছাত্রীকে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে তারা যে রেজাল্ট করেছে তা পরবর্তী ব্যাচগুলোর জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'

কমার্স কলেজের সফল শিক্ষার্থীরা

১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষের ফিন্যান্স বিভাগ থেকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার সৌভাগ্য অর্জনকারী মিনহাজ সহিদ বলেন, এরকম একটি ফলাফল করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত, তবে আমি আমার ফলাফলের ব্যাপারে আশাবাদী ছিলাম। অভিভাবক, বন্ধু-বান্ধব আর শিক্ষকদের অনুপ্রেরণা আমাকে এই ফলাফলের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে। এছাড়া কমার্স কলেজের রুটিনওয়ার্ক ও মনিটরিং ব্যবস্থা যেকোনো পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য অত্যন্ত সহায়ক। আমার সবচেয়ে ভালো লাগছে যে, আমার সব সহপাঠিও ভালো করেছে। প্রথম ব্যাচ হিসেবে আমি মনে করি, আমরা সৌভাগ্যবান। আমি ভবিষ্যতে চার্টার্ড একাউনটেন্ট হতে আগ্রহী।

প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় মারুফ হাসান বেগ বলেন, আমি আমার ফলাফলে সন্তুষ্ট। মা-বাবার অনুপ্রেরণা ছিল সব সময়ের জন্য। প্রথম ব্যাচ হিসেবে আমাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমি মনে করি, আমাদের ডামি হিসেবে ধরে পরবর্তী ব্যাচগুলোর প্রতি যত্নবান হলে ফিন্যান্স বিভাগের রেজাল্ট আরো অনেক ভালো হবে। এছাড়া বর্তমান প্রতিযোগীতামূলক বিশ্বে চাকরির বাজারে টিকে থাকার জন্য ইংরেজি শিক্ষার ওপর দক্ষতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। আমি ম্যানেজারিয়াল জব পছন্দ করি। তাই আমি এমবিএ করতে আগ্রহী।

ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা গত ৯ মার্চ ঢাকার পল্লবীতে সিটি ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাঈদ। দিনব্যাপী ২২টি ইভেন্টে সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। উৎসবমুখর পরিবেশে দিনব্যাপী ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘলাফ, উচ্চলাফ ও গোলক নিক্ষেপ ইভেন্টে প্রথম হয়ে সেরা ছাত্র খেলোয়াড় পুরস্কার লাভ করেছেন আশিকুর রহমান। ১০০ ও ২০০ মিটার দৌড় ও দীর্ঘলাফ ইভেন্টে প্রথম হয়ে সেরা ছাত্রী খেলোয়াড় হয়েছেন আফসানা আক্তার। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শেষ আকর্ষণ ছিল যেমন খুশি তেমন সাজো। যেমন খুশি তেমন সাজো প্রতিযোগিতায় অনেকে অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে প্রথম হয়েছেন ষ্টাচু অব লিবার্টি (দিলরুবা আক্তার), দ্বিতীয় হয়েছেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা (আফজাল হোসেন), তৃতীয় বেহুলা-লখিন্দরের ভেলা (মনীষা আক্তার)। ছাত্রছাত্রীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ছাত্রছাত্রীদের লোকনৃত্য ও বাঁশনৃত্য উপস্থিত

অতিথি ও দর্শকদের অভিভূত করে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করেন কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. সফিক আহম্মেদ সিদ্দিক। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন পরিচালনা পরিষদের সদস্য মো. মফিজুর রহমান, কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবু সাইদ, উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) প্রফেসর এবিএম আবুল কাশেম, উপাধ্যক্ষ (একাডেমিক) প্রফেসর মো. মোজাহার জামিল, সোয়ান গ্রুপের চেয়ারম্যান মো. খবির উদ্দিন ও ক্রীড়া কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর মো. জাহিদ হোসেন সিকদার।

১৪ মার্চ ২০১৩ ৩০ ফাল্গুন ১৪১৯ সমকাল

ঢাকা কমার্স কলেজ

● ক্যাম্পাস প্রতিবেদক

ঢাকা কমার্স কলেজে ২০১৩ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা এবং বার্ষিক সাহিত্য সংস্কৃতি ও ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান সম্প্রতি কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিচালনা পরিষদের সম্মানিত সদস্য এবং সাবেক চেয়ারম্যান এএফএম সরওয়ার কামাল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আবু সাইদ। অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করেন একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা। পরে কলেজ অধ্যক্ষ অতিথিদের হাতে উপহার তুলে দেন।

ইত্তেফাক ২৭.৩.১৩

ঢাকা কমার্স কলেজের জিপিএ ৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের উল্লাস -ভোরের কাগজ

সবিশেষ ঢাকা কমার্স কলেজ

এইচএসসি ২০০৫
সাফল্যগাথা

বিভাষ বাড়ৈ : প্রতিবারেই ফল প্রকাশের দিন পরীক্ষার্থীদের মাঝে থাকে ফুরফুরে মেজাজ। কারো মনে থাকে না কোনো টেনশন, অবস্থা দেখে মনে হবে, ফলাফল ভালো হওয়াটাই যেন স্বাভাবিক। কিন্তু ফল প্রকাশের পর প্রতিবছরেই আনন্দের হাট বসে সেখানে। দেশে বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত শিক্ষা-দানকারী প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজে এইচএসসির ফলাফল প্রকাশের দিনের চিত্রটি থাকে ঠিক এ রকম। এবারেও এই চিত্রের কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। ঢাকাসহ দেশের সেরা কলেজগুলো যেখানে সেরা মেধাবীদের নিয়ে সেরা সাফল্য নিয়ে

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

● শেষের পাতার পর

আসছে। সেখানে স্বল্প মেধাবীদের নিয়ে যাত্রা শুরু করে ঢাকা কমার্স কলেজ সেরাদের তালিকায় চলে আসছে বারবার।

এসএসসিতে মাত্র ৩ জন জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীকে নিয়ে ২০০৩ সালে একাদশ শ্রেণীর কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় ৭১ জন শিক্ষার্থীর জিপিএ ৫ প্রাপ্তির মাধ্যমে ঢাকা কমার্স কলেজ চলে আসে সেরা দশের তালিকায়। জিপিএ ৫ প্রাপ্তির ভিত্তিতে কমার্স কলেজের অবস্থান এবার দশম। আর পাসের হারের ভিত্তিতে ঢাকা কমার্স কলেজ এবার সেরাদের সেরা বিদ্যাপীঠ। পাসের হারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান এবার ১ নম্বরে। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় কমার্স কলেজ থেকে ৯০৪ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। পাসের হার শতকরা ১০০ ভাগ। জিপিএ ৫ পেয়েছে ৭১ জন শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে ২৫ জন ছাত্রী ও ৪৬ জন ছাত্র। জিপিএ ৪ দশমিক ৯ পেয়েছে ৫৮ জন শিক্ষার্থী। এছাড়া ইংরেজি মাধ্যমে ১৬ জন শিক্ষার্থীর সবাই উত্তীর্ণ হয়েছে। জিপিএ ৫ পেয়েছে ২ জন।

গত বছর ৮৯৭ জন ছাত্রছাত্রী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। যাদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ৮৯৫ জন। জিপিএ ৫ পায় ৫৩ জন। এদের মধ্যে এসএসসিতে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থী ছিল মাত্র ১ জন।

২০০৩ সালে ৮৪৭ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এদের সবাই উত্তীর্ণ হয়। ২০০৩ সালে অবশ্য কেউ জিপিএ ৫ পায়নি। ২০০২ সাল এবং ২০০১ সালেও ঢাকা কমার্স কলেজে পাসের হার ছিল শতকরা ১০০ ভাগ।

প্রতিষ্ঠানের এই ক্রমবর্ধমান ধারাবাহিক সাফল্যে ভীষণ খুশি কলেজের অধ্যক্ষ, শিক্ষক-শিক্ষার্থী আর তাদের অভিভাবকরা। স্বল্প মেধাবীদের মাধ্যমে সেরা সাফল্যের কারণ হিসেবে কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকী একবাক্যে বললেন, শিক্ষক-শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের পারস্পরিক সহযোগিতার ফল হলো আমাদের সাফল্য। তিনি বলেন, কেবল দক্ষ প্রশাসন আর দক্ষ শিক্ষক থাকলে যেমন কাজ হয় না, তেমনি কেবল মেধাবী শিক্ষার্থী থাকলেও ভালো ফল পাওয়া সম্ভব নয়। ভালো ফলের জন্য দুটোরই প্রয়োজন। আবার অভিভাবকদের ভূমিকাকে খাটো করে দেখারও সুযোগ নেই।

কলেজের নিয়মানুবর্তীতার কথা উল্লেখ করে অধ্যক্ষ বলেন, এখানে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করার ওপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়। ৫০ থেকে ৫৫ জন শিক্ষার্থীর একটি ক্লাস হওয়ায় শিক্ষকরা নিবিড়ভাবে ছাত্রছাত্রীদের যত্ন নিতে পারেন। আর এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা সহজ হয়। এরপর তিনি বলেন, আমাদের কলেজে পড়ালেখা করে ছাত্রছাত্রীরা চাকরির মুখাপেক্ষি না হয়ে যেন আত্মবিশ্বাসী হয়ে কিছু করতে পারে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়।

এবার জিপিএ ৫ প্রাপ্ত ছাত্রী তানজীনা মেসাদ্দেক, মাশরুরা ফেরদৌসী বলেন, আমাদের কলেজে বারবার পরীক্ষা নেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের কিছু না জানিয়ে পরীক্ষা তাদের মতে, বারবার পরীক্ষা নেওয়ার কারণে এইচএসসি পরীক্ষার আগেই একজন শিক্ষার্থী পরীক্ষার জন্য পুরো পুরি তৈরি হয়ে যায়। ফলে চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য তার বাড়তি কোনো চাপ সহ্য করতে হয় না। নিজের এই সাফল্যের জন্য শিক্ষার্থীরা অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষসহ সব শিক্ষকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

উপাধ্যক্ষ (প্রশাসন) অধ্যাপক মিঞা লুৎফর রহমানও নিজ প্রতিষ্ঠানের ভালো ফলাফলের জন্য কলেজের নিয়মানুবর্তীতার কথা উল্লেখ করলেন। উপাধ্যক্ষ বললেন, আমাদের কলেজে সাপ্তাহিক, মাসিক এবং ত্রৈমাসিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এসব পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে খারাপ করা শিক্ষার্থীদের আলাদাভাবে বিশেষ যত্ন নিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। তাছাড়া ফলাফল খারাপ করলে অভিভাবকদের ডেকে তাদের অবহিত করা হয়। সন্তানের পড়ালেখার ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়।

কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের অভিমত সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হওয়ায় কলেজের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনায় কোনো ধরনের অবাঞ্ছিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। ফলে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের নিজের মতো করে গড়তে পারেন।

কলেজের অধ্যক্ষ কাজী ফারুকীর বিশেষ উদ্যোগে ১৯৮৯ সালে তার কয়েকজন বন্ধুর সহযোগিতায় মোহাম্মদপুরের কিং ফয়সাল ইনস্টিটিউটের ভাড়া করা একটি ঘরে মাত্র ৬১ জন শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাত্রা শুরু করে কমার্স কলেজ। ১৬ বছরের পথপরিক্রমায় মিরপুরে ৪ একর জায়গার ওপর ১১তলা ভবনে প্রতিষ্ঠিত কলেজটিতে এখন ৪ হাজারের ওপর শিক্ষার্থী রয়েছে। কেবল বাণিজ্য বিষয়ে পাঠদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত এ কলেকটি আজ সবার চেয়ে আলাদা। কেবল একাডেমিক শিক্ষাই নয় সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড, খেলাধুলা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা এবং প্রতি বৃহস্পতিবার পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বিষয় নিয়ে একটি আলোচনার ক্লাস শিক্ষার্থীদের আরো বেশি মেধাবী করে তুলছে।

সম্পূর্ণ বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত ঢাকা কমার্স কলেজ শুরু থেকেই সাফল্য দেখিয়ে আসছে। ১৯৯৬ এবং ২০০০ সাল ছিল প্রতিষ্ঠানটির জন্য সোনালী বর্ষ। '৯৬ সালে দেশের শীর্ষস্থানীয় ২০ জনের মেধা তালিকায় ১৩ জনই ছিল কমার্স কলেজের এবং ২০০০ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানসহ মেধাতালিকায় ১৩ জন শীর্ষস্থান দখল করে।

ভোরের কাগজ
ঢাকা সোমবার ৩ অক্টোবর ২০০৫

কমার্স কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কমার্স কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা '৯৯ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান গতকাল মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুব, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সংসদ সদস্য আলহাজ কামাল আহমেদ মজুমদার। মন্ত্রী কলেজের উন্নয়নের জন্য ৫০ হাজার টাকা অনুদান ঘোষণা করেন। কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এ সময় কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ

20 February 1999

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় সফল ঢাকা কমার্স কলেজের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকবৃন্দ —প্রথম আলো

ঢাকা কমার্স কলেজ ও সাফল্য যেন একই সূত্রে গাঁথা

আরিফুর রহমান

পরীক্ষার ফলাফল বের হওয়ার আগমুহূর্তে শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের মধ্যেও আলাদা এক ধরনের মানসিক চাপ থাকে। শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে পাস করবে কি না, কাঙ্ক্ষিত ভালো ফল পাবে কি না– এরকম আরো নানা চিন্তা থাকে তাদের। কিন্তু অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের মাঝে এ ব্যাপারে একেবারেই আলাদা ঢাকা কমার্স কলেজ।

শিক্ষকরা পরীক্ষার ফল বেরোবার মুহূর্তে থাকেন ফুরফুরে মেজাজে। কেন? উপাধ্যক্ষ প্রফেসর লুৎফার রহমান মিঞা জানালেন, সাফল্য আর ঢাকা কমার্স কলেজ যে এক

এরপর পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

সূত্রে গাঁথা। আমরা জানি আমাদের ছেলেমেয়েরা ভালো করবে। আমরা বরং এই দিনটির অপেক্ষাতেই থাকি। কেননা মিষ্টি বিতরণ, হাসি, আনন্দ নিয়ে অন্যরকম এক দিন হয়ে ওঠে।

এসএসসিতে একজন জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থী নিয়ে ২০০২ সালে উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা যাত্রা শুরু করে। তাদের মধ্য থেকে এবারে এইচএসসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫৩ জন। জিপিএ ৪ দশমিক ৪ থেকে জিপিএ ৫-এর নিচে আছে ৩৫৩ জন। আর জিপিএ-৪ থেকে জিপিএ সাড়ে ৪-এর নিচে আছে ৩৬০ জন। ৮৯৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৮৯৫ জন। পাসের গড় হার ৯৯ দশমিক ৭৮।

আর সাফল্যটা শুধু এ বছরকার নয়। ১৯৮৯-তে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত সব কটি উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় পাসের গড় হার ৯৭ শতাংশ। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে কলেজের ১৩৮ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন সময় মেধা তালিকায় বোর্ডে স্থান করে নিয়েছে।

বরাবর এ সাফল্য কেন? এ বছর জিপিএ-৫ পাওয়া শারমিন জাহান, নিশাত জাহান আরা ইসলাম, নুজহাত সাকিনা হোসেন, রেশমা

দেশের প্রথম একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়নে ঢাকা কমার্স কলেজ

॥ আলী আজম ॥

ক্লাস, পরীক্ষা, শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম, ছুটি ইত্যাদি পূর্বনির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী সম্পন্ন হওয়া, বিভিন্ন পরীক্ষার কোর্স বিন্যাস, সেশন জ্যাম দূরীকরণ ও যাবতীয় একাডেমিক কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুলে বর্তমানে একাডেমিক ক্যালেন্ডার চালু রয়েছে। বিশ্বের বিখ্যাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ একাডেমিক ক্যালেন্ডারের ভিত্তিতে কার্যক্রম সম্পাদন করে।

আমাদের দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ঢাকা কমার্স কলেজ সর্বপ্রথম 'একাডেমিক ক্যালেন্ডার ও কোর্স প্লান' প্রণয়ন করে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ দাবি করেন। ঢাকা কমার্স কলেজ বাণিজ্য শিক্ষায় বিশেষায়িত জাতীয় স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৯ সালে এ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রথম শিক্ষাবর্ষ ১৯৮৯-৯০ থেকেই প্রতি শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশ করছে। এতে বিভিন্ন দিবসের কার্যক্রম এবং প্রতি পর্ব পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রম বিন্যাস রয়েছে। একাডেমিক ক্যালেন্ডারের মাধ্যমে ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক শ্রেণী কার্যক্রম শুরুতেই জানতে পারে কোন দিন কোন ক্লাস হবে, কখন পরীক্ষা হবে, কবে ফল প্রকাশিত হবে, কোন দিন কোন অনুষ্ঠান হবে এবং কোন পর্বে পাঠ্যক্রমের কোন অংশ পড়ানো হবে ইত্যাদি বিষয়।

১ জুলাই ১৯৯০-এ ঢাকা কমার্স কলেজ-এর প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ কলেজের একাডেমিক ক্যালেন্ডার দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ঐ সময়ে সেশনজ্যামে নিমজ্জিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রকাশের আশা ব্যক্ত করেন। ঢাকা কমার্স কলেজ অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ থেকে এ তথ্য জানা গেছে। ১৯৯২-৯৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথমবারের মতো বহু প্রত্যাশিত একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে। এরপর দ্রুত দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ক্যালেন্ডার প্রণীত হতে থাকে।

সুতরাং ঢাকা কমার্স কলেজ একাডেমিক ক্যালেন্ডারই এ দেশের প্রথম সম্পূর্ণ একাডেমিক ক্যালেন্ডার।

দৈনিক রূপালীদেশ ২১ নভেম্বর ২০০০ ইং

ঢাকা কমার্স কলেজ
দেশের প্রথম ধূমপানমুক্ত শিক্ষাঙ্গন

ধূমপানে বিষপান। মানুষ সিগারেট খায় না, সিগারেট মানুষকে খায়। এ নীরব ঘাতক এতই ভয়ংকর যে, ধীরে ধীরে ধূমপায়ীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। ধূমপানের কারণে বিশ্বে প্রতি ১৩ সেকেন্ডে ১জন লোকের মৃত্যু হচ্ছে। ক্যান্সার, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, শ্বাসকষ্ট, হাইপার টেনশন, পেপটিক আলসার, পুরুষত্বহীনতা, গর্ভজাত সন্তানের ক্ষতি, অকালমৃত্যু, দাম্পত্য কলহ, সড়ক দুর্ঘটনা, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি রোগ ও অপরাধের জন্য ধূমপান অনেকটা দায়ী। মূলতঃ কলেজ জীবনে সহপাঠী ও বন্ধুদের প্ররোচনায় ছাত্র বা তরুণরা ধূমপানে আসক্ত হয় এবং আস্তে আস্তে তা সারা জীবনের বদ অভ্যাসে পরিণত হয়। তাই কলেজ স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের ধূমপান থেকে বিরত রাখা অত্যাবশ্যক।

ঢাকা কমার্স কলেজে অত্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ম-শৃঙ্খলার অনুশীলন করা হয়। শিক্ষার্থীরা কলেজের নিয়ম-নীতি, আচার-আচরণ বিনয়ের সাথে পালন করছে। ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি প্রথম থেকেই ধূমপান ও রাজনীতি মুক্ত। ব্যতিক্রম চিন্তাধারার বাহক ও দক্ষ প্রশাসক, কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী বলেন "ঢাকা কমার্স কলেজই দেশের প্রথম ধূমপানমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ কলেজের পূর্বে অন্য কোন কলেজ ধূমপানমুক্ত ঘোষণা করেনি।"

ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ সংস্থা ৩১মে '৯৯ স্বীকৃতি ও ঘোষণা প্রদান করে যে বাংলাদেশের প্রথম ধূমপানমুক্ত শিক্ষাঙ্গন হল ঢাকা কমার্স কলেজ।

ঢাকা কমার্স কলেজ তার বিভিন্ন প্রোগ্রাম, প্রকাশনাসহ সর্বক্ষেত্রে শুরুতেই 'ধূমপান মুক্ত' কথাটির অবতারণা করে। কলেজটি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ধূমপান বিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছে। কলেজে ছাত্র ভর্তি প্রসপেক্টাসে স্পষ্ট করে বলা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের কলেজ ক্যাম্পাসে ধূমপান করা যাবে না। এমনকি শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতেও শর্ত থাকে 'ধূমপায়ীদের আবেদন করার দরকার নেই'। অভিভাবক সাক্ষাৎকারে লিখিত ও মৌখিকভাবে জানিয়ে দেয়া হয়-'শিক্ষার্থী' ধূমপায়ী হতে পারবেনা। শিক্ষকগণ প্রতিদিন গেট ডিউটি পালনকালে এবং কখনও কখনও শ্রেণী কক্ষে 'চিরুনী অভিযান'-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যাগ ও পকেট তল্লাশী চালিয়ে নেশা দ্রব্য পেলে শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ধূমপানের প্রমাণ বা নেশা দ্রব্য পাওয়ার কারণে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারও করা হয়েছে।

এছাড়া শিক্ষার্থীদের ধূমপানে বিরত রাখার জন্য এ কলেজই প্রথম বিশেষ কৌশল অবলম্বন করে। তাহল- শিক্ষার্থীকে ক্লাশ শুরুর পূর্বে কলেজে প্রবেশ করতে হবে এবং ছুটি হওয়ার আগে কোন ক্রমেই কলেজ ত্যাগ করতে পারবে না। শিক্ষার্থীকে এক সাথে ৫/৬ ঘন্টা কলেজে থাকতে হয় এবং এ সময়ে ধূমপানের কোন সুযোগ নেই। আর দিবসের প্রথম প্রধান অর্ধাংশে এভাবে ধূমপানে বিরত থাকার কারণে শিক্ষার্থী অটোমেটিক সারাদিনের জন্য ধূমপান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। সাধারণতঃ ধূমপায়ীরা কেন্টিনে খাওয়া শেষে ধূমপান করে বেশী। তাই ঢাকা কমার্স কলেজের টিফিন বিরতির সময়েও শিক্ষার্থীকে কলেজ ত্যাগ করতে দেয়া হয় না এবং টিফিনের সময় শিক্ষকবৃন্দ কলেজ কেন্টিন ও বারান্দায় নিয়মিত ডিউটি পালন করেন যাতে ছাত্র-ছাত্রীরা ধূমপান বা অসদাচারণ করতে না পারে। এ ব্যাপারে কলেজ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান ডঃ শফিক আহম্মদ সিদ্দিক-এর সুদক্ষ পরিচালনা, কঠোর নিয়ম-কানুন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য এবং কলেজ অধ্যক্ষ, শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সুন্দর ও আদর্শ শিক্ষাঙ্গন গড়ার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে অনেক ধূমপায়ী ছাত্র এ কলেজে ভর্তি হয়েও ধূমপান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছে বলে কলেজের কয়েকজন প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষক বললেন।

ঢাকা কমার্স কলেজের অনুকরণে বর্তমানে দেশে অনেক ধূমপান মুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সবার জন্য স্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে সর্বাগ্রে দরকার বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধূমপান মুক্ত ঘোষণা ও তা কার্যকর করা।

❑ *এস এম আলী আজম*

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ● বর্ষ ১৮ ● সংখ্যা ৭ ● ডিসেম্বর ২০০০ (২)

ঢাকা কমার্স কলেজ
দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন

দৈনিক রূপালীদেশ ১৮নভেম্বর২০০০

আলী আজম

বাংলাদেশে সম্পূর্ণ বাণিজ্য শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমী ধারার প্রবর্তক ঢাকা কমার্স কলেজ ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত। ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত মনোরম শিক্ষা পরিবেশ, নিয়ম শৃংখলার অনুশীলন, যুগোপযোগী শিক্ষা পদ্ধতি, বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় চমকপ্রদ ফলাফলের কারণে ইতোমধ্যে কলেজটি সুধীজন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। প্রতিষ্ঠার সাত বছরের মধ্যেই এ কলেজটি জাতীয় শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কলেজটির ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম অবিশ্বাস্যভাবে এগিয়ে চলছে। এ কলেজের ডেভেলপমেন্ট মাষ্টার প্লান তৈরি করে বিখ্যাত শহীদুল্লাহ এন্ড এসোসিয়েটস। অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুকীর নেতৃত্বে ইঞ্জিনিয়ার নজরুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক (নির্মাণ) বাহার উল্যা ভূঁইয়াসহ একদল নিবেদিত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে অবিরাম গতিতে কলেজের নির্মাণ কাজ এগিয়ে চলছে।

১৯৯৩ সালে চিড়িয়াখানা রোডের পাশে কলেজ ভবন নির্মাণ কার্যক্রম শুরু হয়। কলেজের নির্মাণ মহাপরিকল্পনায় বিভিন্ন ভবনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'বিশ তলা ভবন'। বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভভনের এরূপ নির্মাণ মহাপরিকল্পনা এখনও গৃহীত হয়নি। এমনকি আধুনিক বিশ্বের অন্য কোন দেশেও এরূপ সুউচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা জানা যায়নি। হয়তো এটিই বিশ্বের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভবন।

ঢাকা কমার্স কলেজের নির্মাণ মহাপরিকল্পনার মডেল দেখলে মনেই হবে না এটা বাংলাদেশের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন। এ যেন কোন টুইন টাওয়ার বা সিয়ার্স টাওয়ার। শিক্ষার উপকণ্ঠে।

ঢাকা কমার্স কলেজের নির্মাণ কার্যক্রম শুধু পরিকল্পনা বা মডেল প্রণয়নের মাধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং অভিপ্রেপিত নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই প্রতিটি নির্মাণ কার্য সম্পাদিত হচ্ছে। নির্মাণ কার্যক্রম শুরুর ৮ বছরের মধ্যে কলেজের ভৌত অবকাঠামো ঈর্ষনীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। আগামী এক দশকের মধ্যেই মহাপরিকল্পনার সম্পূর্ণ নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা পোষন করছেন। তখন সমগ্র বিশ্বজুড়ে ঢাকা কমার্স কলেজের বিশাল অবকাঠামো নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যাবে নিশ্চয়। নিচে ঢাকা কমার্স কলেজের নির্মাণ কার্যক্রম

ঢাকা কমার্স কলেজ কমপ্লেক্স-এর ফ্রন্টভিউ

ভবন ঃ কলেজের ১০ তলা বিশিষ্ট ১ নং একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হয়েছে। ২ জানুয়ারী ১৯৯৮ [illegible] ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন পূর্তমন্ত্রী ব্যারিষ্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া। ফ্লোর ও সিঁড়ি সম্পূর্ণ মোজাইককৃত এ ভবনের প্রতি তলার মেঝের ক্ষেত্রফল ১০ হাজার ৬শ' বর্গফুট। তিনটি সিঁড়ি ছাড়াও ভবনে দুটি অত্যাধুনিক লিফট রয়েছে। ভবনের নীচতলায় বিশাল হলরুম ও কেন্টিন এবং দোতলায় সুসজ্জিত কনফারেন্স রুম রয়েছে। চতুর্থ তলায় রয়েছে পর্যাপ্ত গ্রন্থ সম্বলিত কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী। প্রতি বিভাগের জন্য রয়েছে পৃথক কক্ষ রয়েছে। প্রতি শ্রেণীকক্ষে ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী নির্ধারিত [illegible] রয়েছে [illegible] শ্রেণীকক্ষে ইন্টারনেট, প্রজেক্টর, অডিও-ভিডিও ব্যবহারের ব্যবস্থা রয়েছে। উন্নত ওয়াল টাইলস ও আধুনিক ফিটিংস সামগ্রী সজ্জিত পর্যাপ্ত পরিচ্ছন্ন টয়লেট রয়েছে। বৈদ্যুতিক সমস্যা মোকাবেলায় এ ভবনে তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে দুটি জেনারেটর স্থাপন করা হয়েছে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য ষোল লক্ষ টাকা ব্যয়ে ডীপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। সম্পূর্ণ ভবনটি কেন্দ্রীয় শীতাতপ ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্তির পরিকল্পনা রয়েছে।

ও টেলিযোগাযোগ এবং গৃহায়ন মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম ২০ তলা বিশিষ্ট ২ নং একাডেমিক ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। প্রতি তলা ৭ হাজার ৫শ বর্গফুট মেঝ বিশিষ্ট এ ভবনের নির্মাণ কাজ অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। বর্তমানে এ ভবনের ৯ম তলার নির্মাণ কাজ চলছে। এ ভবনে বিবিএ প্রোগ্রাম এর একাডেমিক কার্যক্রম চলছে। এখানে রয়েছে ষ্টুডেন্টস কেরিয়ার গাইডেন্স সেন্টার ও সেমিনার রুম। প্রস্তাবিত বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস এন্ড টেকনোলজী (BUBT) এর কার্যক্রম এ ভবনেই চলার পরিকল্পনা রয়েছে।

৩. ১২ তলা বিশিষ্ট স্টাফ কোয়ার্টার ঃ শিক্ষক-কর্মচারীদের বসবাসের জন্য একাডেমিক ভবন সংলগ্ন তিনটি ফ্লাট বিল্ডিং নির্মাণ পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। জুন ২০০০-এ ১ নং স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে, যার প্রতি ফ্লোরে ২টি ফ্লাট রয়েছে। প্রতি ফ্লাটের আয়তন প্রায় ১ হাজার ৫শ বর্গফুট। কোয়ার্টারে বর্তমানে ২২ জন শিক্ষক সপরিবারে বসবাস করছেন।

৪. ৮ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন ঃ কলেজের ৮ তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলার নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হয়েছে। এ ভবনের প্রতি তলার মেঝের ক্ষেত্রফল প্রায় ৩ হাজার ৩শ বর্গফুট।

৫. অন্যান্য ভবন ঃ শীঘ্রই ছাত্র-ছাত্রী নিবাস, অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ কোয়ার্টার নির্মাণ কার্য শুরু হবে।

অতি স্বল্প সময়ে কলেজের এ উন্নয়ন কর্মকান্ডের অর্থায়ন সম্পর্কে কলেজ অধ্যক্ষ প্রফেসর কাজী ফারুকী বলেন, ঢাকা কমার্স কলেজের বিশাল উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য সরকার বা দাতাদের থেকে কোন অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা হয় নাই। আমরা স্বাবলম্বনে বিশ্বাসী এবং আমরা সম্পূর্ণ স্বঅর্থায়নে উন্নয়ন

তাক লাগানো রেজাল্টে নৌবিহার বাতিল

শফিকুল ইসলাম জীবন : গ্রেট সারপ্রাইজ অপেক্ষা করছিলো ঢাকা কমার্স কলেজের চেয়ারম্যান ও প্রিন্সিপালের জন্য। তারা ভাবতেও পারেননি এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফলে তাদের ৩ ছাত্র বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করবে। ঢাকা *১১ পৃষ্ঠায়*

ঢাকা বোর্ডে কমার্সে সেরা তিন

১ম পৃষ্ঠার পর

বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকার প্রথম ৩টি স্থানই দখল করে নেবে তারা। তাক লাগানো এ সুসংবাদ যখন চেয়ারম্যান ও প্রিন্সিপালের কাছে পৌঁছালো তখন তারা নৌবিহারে। ৬৫ জন শিক্ষক ও ৪শ' ছাত্রছাত্রী নিয়ে চাঁদপুর অভিমুখে নদী পথে। সদরঘাট থেকে কেবলমাত্র মুন্সীগঞ্জ পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছেন, তখনই সংবাদ পৌঁছালো। হৈ হৈ আনন্দ উল্লাস ছড়িয়ে পড়লো পুরো নৌযানজুড়ে। কিসের নৌবিহার। তক্ষুণি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে চেয়ারম্যান ড. সাদিক আহমেদ সিদ্দিক ও প্রিন্সিপাল কাজী মোঃ নুরুল ইসলাম ফারুক বিকেল ৪টা নাগাদ সবাইকে নিয়ে ফিরে এলেন কলেজে।

কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল অধ্যাপক মুতিয়ুর রহমান এ চমকপ্রদ ঘটনা সম্পর্কে বলেন, আমরা জানতাম না যে আজ পরীক্ষার ফলাফল দেবে। কারণ এ যাবৎ পরীক্ষার ফলাফল দেয়া হয়েছে বৃহস্পতিবার। শনিবারই যে এটা দেয়া হবে, বুঝতে পারিনি। যে জন্য নৌবিহার প্রোগ্রাম বহাল রাখা হয়েছিলো। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ও ছাত্রদের বিস্ময়কর ফলাফলের আনন্দে বাতিল হলো নৌবিহার। সবাই ফিরে আসলেন। নৌবিহারের চাইতে আরো বড় আনন্দ অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন তারা।

বাণিজ্য বিভাগের ফলাফলে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে যারা চমক দেখালেন, তারা হলেন– সাইফুল আলম ইমতিয়াজ খান এবং রেজওয়ানুল হক জামী। এ বছর কলেজে পাসের হার ৯৪.৫২ শতাংশ। ৬শ' ৬৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ৬শ' ৩০ জন। এদের মধ্যে ৫৫ জন স্টার প্রাপ্ত মার্কস। প্রথম স্থান অধিকার করেছে ৪শ' ৮০ জন, ২য় স্থান ১শ' ৪৫ জন এবং ৩য় স্থান অধিকার করেছে মাত্র ১ জন। অন্যদিকে বিশেষ বিবেচনায় উত্তীর্ণ হয়েছে আরো ৪ জন। বাকি ৩৮ জন গেছে অকৃতকার্যের তালিকায়।

বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন কলেজের মোঃ সাইফুল আলম। তার পিতার নাম মোঃ তাজাম্মদ হোসেন। মায়ের নাম মারজাহান বেগম। বাবা-মা আর অন্য ৩ ভাই বোন থাকেন লক্ষীপুর। তার বাবা একজন ব্যাংকার। এবার ৮৬৮ নম্বর পেয়ে তিনি প্রথম হয়েছেন। ৩টি বিষয়ে রয়েছে লেটার মার্ক। ৪ ভাই বোনের মধ্যে বড় সাইফুল কলেজের হোস্টেলে থেকেই পড়াশুনা করেছেন। পরীক্ষার পর থেকে রয়েছেন ঝিগাতলার একটা মেসে। পরীক্ষার আগে দিনে মাত্র ৫/৬ ঘন্টা পড়াশুনা করেছেন। এর আগে '৯৮ সালে মেট্রিক পরীক্ষায়ও কুমিল্লা বোর্ডে বাণিজ্য বিভাগে প্রথম হয়েছিলেন। এছাড়া ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতেও বৃত্তি পেয়েছেন। কখনো প্রাইভেট টিউটর কিংবা কোচিং সেন্টারে পড়া হয়নি।

প্রত্যাশার চাইতে ভালো করেছেন ইমতিয়াজ

একই বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় হয়েছেন একই কলেজের মোঃ ইমতিয়াজ খান। পিতা রফিকুল ইসলাম খান একজন ব্যাংকার। ছিলো এক থেকে ১০ম স্থানের মধ্যে থাকবেন। কিন্তু প্রত্যাশার চাইতেও ভালো ফলাফল হওয়ায় কিছুটা অবাক হয়েছি। ইমতিয়াজ বলেন, খুব স্বাভাবিকভাবেই কলেজে গিয়েছিলাম রেজাল্ট জানতে। কিন্তু এটা শুনে বিশ্বাসই হচ্ছে না– এতো ভালো করবো। ৩টি লেটারসহ তার প্রাপ্ত নম্বর ৮শ' ৬১। দিনে ৫/৬ ঘন্টা পড়ালেখা করেছেন ইমতিয়াজ। এরপর বিবিএ পড়ার ইচ্ছে আছে।

জামীর প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে

একই কলেজ থেকে বাণিজ্য বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৩য় স্থান অধিকার করেছেন মোঃ রেজওয়ানুল হক জামী। তার প্রাপ্ত নম্বর ৮শ' ৪৫। বাবা মোঃ জোব্দুল হক একজন সরকারি চাকুরে। মা দিলরুবা হক গৃহিণী। পরীক্ষার আগে মাত্র ৪/৫ ঘন্টা পড়ালেখা করেছেন তিনি। এর আগে '৯৮-এর এসএসসি পরীক্ষায় তিনি সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৩তম স্থান অধিকার করেছিলেন। জামী বলেন, আমার যা প্রত্যাশা ছিলো, তা পূরণ হয়েছে। ভবিষ্যতে কম্পিউটার ও ব্যবসা সংক্রান্ত পেশায় যুক্ত হবার ইচ্ছে তার। ভালো ফল করার পেছনে বাবা-মা-শিক্ষক ও বন্ধুদের সহযোগিতা রয়েছে। তিনি ছাত্র রাজনীতিকে সমর্থন করেন।

মানব জমিন
২৭ আগস্ট ২০০০

গাইড বই পছন্দ নয় সাইফুলের

যুগান্তর রিপোর্ট

মূল বই থেকে নোট করে রুটিন মাফিক পড়াশোনা করলেই ভাল রেজাল্ট করা যায়। তবে কোন গাইড বই পছন্দ নয় মোহাম্মদ সাইফুল আলমের।

সাইফুল ঢাকা বোর্ডে এ বছরের এইচএসসি পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় বাণিজ্য বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্র সাইফুল এসএসসি পরীক্ষায়ও কুমিল্লা বোর্ড থেকে একই বিভাগে প্রথম স্থান দখল করেছিল।

লক্ষ্মীপুর জেলার শরীফপুর গ্রামের ব্যাংক কর্মকর্তা তাজাম্মল হোসাইন ও মারজাহান বেগমের ছেলে সাইফুল আলম ৩টি বিষয়ে লেটারসহ ৮৬৮ নম্বর পেয়েছে। সে প্রত্যহ ৫/৬ ঘণ্টা পড়াশোনা করত। থাকত কলেজের হোস্টেলে। ইংরেজি, একাউন্টিং ও পরিসংখ্যান বিষয়ে প্রাইভেট পড়ত। সে ব্যবসা প্রশাসনে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে চায়।

দৈনিক যুগান্তর

ঢাকা কমার্স কলেজের ধারাবাহিক সাফল্য

সালাহউদ্দীন বাবলু ঃ সদ্য ঘোষিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য বিভাগে ঢাকা কমার্স কলেজ থেকে প্রথম স্থানসহ মোট ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রী মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে সর্বোচ্চ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। একক কলেজ হিসেবে বাণিজ্য বিভাগের সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১১ জন এবং মেয়েদের মেধা তালিকায় আরো ২ জনসহ সর্বমোট ১৩ জনের এই কৃতিত্ব ধারণ করেছে মাত্র ছ'বছর বয়সী মিরপুরের ঢাকা কমার্স কলেজটি। সর্বমোট ৮২২ নম্বর পেয়ে কলেজের মেধাবী ছাত্র মোহাম্মদ আবদুস সোবহান বাণিজ্যের ১ম স্থানটি অধিকার করেছে। গত বছরও এ কলেজ থেকে প্রথম স্থানসহ মেধা তালিকায় ১০ জন স্থান পেয়েছিল। ঢাকা বোর্ডের বাণিজ্য মেধা তালিকায় প্রথম স্থানটি হ্যাট্রিকসহ মোট চারবার দখল করেছে ঢাকা কমার্স কলেজ। কলেজের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের অধ্যবসায়ই এই ঈর্ষণীয়

শিক্ষাঙ্গন পরিচিতি

আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা কমার্স কলেজ

এম এন মানিক

এক দশক আগেও আমাদের দেশে বাণিজ্য শিক্ষার তেমন প্রসার ছিল না। দেশের দুই প্রান্তে (চট্টগ্রাম ও খুলনা) দুই বন্দর নগরীতে সরকারিভাবে দু'টি ক্ষুদ্র বাণিজ্য শিক্ষার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছিল যা নানা সমস্যায় ভারাক্রান্ত। রাজধানী ঢাকা দেশের প্রাণকেন্দ্র হলেও এখানে বাণিজ্য শিক্ষার কোন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান ছিল না। কিন্তু এর অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছিল ব্যাপকভাবেই। কেননা, পৃথিবীর ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ বাণিজ্য শিক্ষার গুরুত্বোজনীয়তাকে করেছে ত্বরান্বিত। এসব বিবেচনায় এ দেশেরই একজন ডায়নামিক শিক্ষক, বহু গ্রন্থ প্রণেতা প্রফেসর কাজী ফারুকী তাঁর সমমনা ব্যক্তিদের উৎসাহ, সহযোগিতা ও নিরলস প্রচেষ্টায় গড়ে তুলেন ঢাকা কমার্স কলেজ। উল্লেখ্য, ১ জুলাই '৮৯ তারিখে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু হয়। প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন প্রখ্যাত শিল্পপতি সামসুল হুদা এফসিএ।

যাদের সহযোগিতায় ও অনুপ্রেরণায় কলেজটি ধন্য তারা হচ্ছেন প্রফেসর সিদ্দিকী, প্রফেসর আজুর রশীদ চৌধুরী, ডঃ হাবিবুল্লা, প্রফেসর আলী আযম, এম হেলাল, ডঃ আব্দুল্লাহ ফারুক, প্রফেসর লতিফুর রহমান, এম আর মজুমদার প্রমুখ।

প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যঃ

১। ধূমপান ও রাজনীতিমুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদান,

২। ছাত্র-শিক্ষকদের আনুপাতিক হারে কাম্যস্তরে রেখে শ্রেণীকক্ষে পরিকল্পিত উপায়ে পাঠদান,

৩। সকল বিষয়ের পাঠ্যক্রমকে সময় ভিত্তিক পাঠদানের অন্তর্ভুক্তিকরণ,

৪। নিয়মিত অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা গ্রহণ ও

৫। আত্মিক বিকাশের সুযোগ দান।

বিশেষ পদ্ধতিঃ

* তত্ত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি ব্যবহারিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান,
* নিয়মিত সাপ্তাহিক, মাসিক, টার্ম টিউটোরিয়াল ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ,
* ভর্তি হলেই পাস করতে হবে- এরূপ মূলনীতি পালন।

ক্লাবকার্যক্রমঃ

* সাধারণ জ্ঞান ক্লাব- প্রতিদিন প্রথম ঘন্টায় অতিরিক্ত ১৫ মিনিট সাধারণ জ্ঞান ক্লাস হয়।
* বিতর্ক ক্লাব-নিয়মিত বিতর্ক চর্চা করা হয়।
* আবৃত্তি পরিষদ- আবৃত্তি চর্চাকে উৎসাহিত করা হয়।
* সঙ্গীত ক্লাব- নিয়মিত সঙ্গীত চর্চায় উৎসাহিতকরণ।
* নাট্য পরিষদ- নাট্যচর্চা করা হয়।
* BNCC ও রোভার স্কাউট।
* বন্ধন- গরীব ও মেধাবীদের জন্য আর্থিক সহায়তাকারী সংগঠন।
* টেবিল টেনিস ক্লাব।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমঃ

* ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের শুধু নিয়মিত চর্চাই হয় না, প্রতি বছর আয়োজন করা হয় অভ্যন্তরীণ সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সপ্তাহ।

অন্যান্য কার্যক্রম

* শিক্ষা সফর,
* সেমিনার সিম্পোজিয়ামের আয়োজন,
* আন্তঃশাখা প্রতিযোগিতা,
* ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবক দিবস।

শিক্ষা কার্যক্রমঃ

ঢাকা কমার্স কলেজে ইন্যারমিডিয়েট, ডিগ্রীসহ ৯টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। বিষয়গুলো হচ্ছে- ব্যবস্থাপনা, হিসাব বিজ্ঞান, মার্কেটিং, ফিন্যান্স, বাংলা পরিসংখ্যান, অর্থনীতি, ইংরেজি ও বিভিন্ন কোর্স/ প্রোগ্রাম।

শিক্ষক সংখ্যাঃ

নিয়মিত ৮০ জন। অতিথি শিক্ষক ৫ জন।

শিক্ষার্থীর সংখ্যাঃ

মোট ১৯৪৬। তন্মধ্যে এইচএসসি লেভেলে ১১৭৬ জন।

লাইব্রেরী ঃ

প্রত্যেক বিভাগের জন্য সেমিনার লাইব্রেরী রয়েছে। এছাড়া রয়েছে চারতলার বিশাল কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী। যাতে প্রায় ১০ হাজার বই রয়েছে।

কম্পিউটার ঃ

শিক্ষার্থীদের ৪র্থ বিষয় হিসেবে চালু আছে কম্পিউটার বিষয়ের পাশাপাশি কম্পিউটার ল্যাব।

অডিও ভিডিও ও প্রজেক্টর সিস্টেমঃ

ইলেকট্রনিক মিডিয়ার যুগের সাথে সমান তালে এগিয়ে যাবার লক্ষ্যে রয়েছে ভিডিও ক্যামেরা ও প্রজেক্টর।

প্রকাশনা ঃ

প্রগতি, দর্পণ, অতনু ও প্রতনু, বিল্যান্যাট, ম্যানেজমেন্ট কনসেপ্ট, দি একাউন্ট্যান্ট প্রভৃতি প্রকাশনা রয়েছে।

সাফল্যের ইতিবৃত্তঃ

* প্রথম ব্যাচে (১৯৯১) ৬১ জন এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। পাসের হার ১০০%। মেধা তালিকায় স্থান পায় ২ জন (২য় ও ১৫তম)। ৪৩ জন প্রথম বিভাগ (৪ জন স্টার)।
* '৯২ সালে মেধা তালিকায় ১ম ও ১৫তম স্থান লাভ। পাশের হার ১০০%।
* '৯৩ সালে মেধা তালিকায় ২য়, ৮ম, ১১ তম, ১৪তম, ১৬তম স্থান। পাশের হার ৯৭%।
* '৯৪ সালে মেধা তালিকায় ১ম, ৫ম, ১৪তম ও ১৬তম স্থান লাভ। পাসের হার ৯৩.৩১%।
* '৯৫ সালে ১ম ও ৩য়সহ ১০ জন মেধা তালিকায় স্থান পায়।
* '৯৬ সালে ১ম স্থানসহ মোট ১৩ জন মেধা তালিকায় স্থান পায়।
* '৯৭ সালে ৪ জন মেধা তালিকায় স্থান লাভ করে।

অবস্থান ঃ

এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম '৯৫ সালের ২২ জানুয়ারি হতে। মিরপুর ১নম্বর থেকে চিড়িয়াখানায় যেতে এক সুন্দর পরিবেশে নিজস্ব ক্যাম্পাসে এ প্রতিষ্ঠানটি অবস্থিত।

আমরা এ কলেজটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করি। এ মডেলের আরো একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য সংশ্লিষ্টদের কাছে আবেদন রইল।

দৈনিক দিনকাল 9 September 1998

সংবাদ

ঢাকা কমার্স কলেজে নবীনবরণ

সম্প্রতি ঢাকা কমার্স কলেজে ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোঃ মাহবুবুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিইউবিটির প্রক্টর ও ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির সদস্য প্রফেসর মিঞা লুৎফার রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে অধ্যাপক মোঃ মাহবুবুর রহমান বলেন, এ দেশে জঙ্গীবাদের কোন স্থান নেই, সন্ত্রাসবাদেরও স্থান নেই। এ জন্য আমাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে রুখে দাঁড়াতে হবে। তিনি দেশপ্রেমের মাধ্যমে জঙ্গীবাদ নির্মূলের জন্য সবাইকে শপথ নেয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ মোঃ আবু সাইদ। বক্তব্য রাখেন উপাধ্যক্ষ প্রশাসন প্রফেসর মোঃ শফিকুল ইসলাম, উপদেষ্টা একাডেমিক প্রফেসর মোঃ মোজাহার জামিল ও ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক সাদিক মোঃ সেলিম।

দৈনিক জনকণ্ঠ

৯ শ্রাবণ ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
২৪ জুলাই ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

কমার্স কলেজের 'ফেন্সিং-বিপ্লব'

প্রথম আলো ২৩.০৪.২০১৩

ক্রীড়া প্রতিবেদক ● বার্ষিক ফাইনালের সাচিবিক বিদ্যা পরীক্ষা শেষ। কলেজের পোশাকেই মিরপুর শহীদ সোহরাওয়ার্দী ইনডোরে এলেন তানজিনা আক্তার, সাফিনা ফাইরুজ জামান, শাহিদা নাজনীনরা। বাংলাদেশ গেমসের ফেন্সিংয়ে অংশ নিতে পরীক্ষার হল থেকে সোজা ভেন্যুতে ঢুকে পড়লেন সবাই। এসেই দ্রুত পরে নিলেন মাস্ক, জ্যাকেট, গ্লাভস, চেস্টগার্ড, নিকার্স। ম্যাটে নামার আগে একটু ঝালিয়ে তো নিতে হবে!

ফেন্সিংয়ে সবচেয়ে বেশি আগ্রহ ঢাকা কমার্স কলেজের ছাত্রছাত্রীদের। বাংলাদেশ আনসারের পর এই কলেজের খেলোয়াড়েরাই দা'টের সঙ্গে খেলছেন ফেন্সিং। সাবেক ও বর্তমান ছাত্রছাত্রীরা অংশ নিচ্ছে এবারের গেমসে বিভিন্ন দলের হয়ে। আগ্রহটা জাগিয়েছেন ক্রীড়া শিক্ষক ফয়েজ আহমেদ।

ফেন্সিং বাংলাদেশে শুরু ২০০৮ সালে। তবে এখনো ফেডারেশনের মর্যাদা পায়নি। আন্তর্জাতিক ফেন্সিং ফেডারেশনের (এফআইই) সদস্যপদ পেয়েছে অ্যাসোসিয়েশন হিসেবে।

অলিম্পিকের এই খেলাটির জন্ম ফ্রান্সে। আধুনিক ফেন্সিংয়ের সব নিয়ম মানা হয় এফআইইয়ের গঠনতন্ত্র অনুসারে। খেলাটা তিনটি বিভাগে—ফয়েল, স্যাবর ও ইপি। এরই মধ্যে ইপিতে একটি সোনা জিতেছেন কমার্স কলেজের ছাত্র সাজিদ হোসেন।

লম্বা, স্টিলের তরবারি দিয়ে খেলা হয়। পাঁচ মিনিটের বাউটে সর্বোচ্চ পয়েন্ট পাওয়া খেলোয়াড় জেতেন। ইপিতে শরীরের যেকোনো অংশে স্পর্শ করলেই পয়েন্ট। ফয়েলে শুধু জ্যাকেটে স্পর্শ করতে হবে। স্যাবরে প্রতিপক্ষকে শুধু স্পর্শ করলেই চলবে না, তরবারির মাথায় লাগানো ক্লিপটিও চেপে ধরতে হবে। চাপটার ওজন ৫০০ গ্রাম হলেই পয়েন্ট।

কমার্স কলেজের সাবেক ছাত্র কাজী সামির আসাফ দুই বছর আগে ইতালিতে ফেন্সিংয়ের বিশ্বকাপে খেলেছেন। একদিন অলিম্পিকে খেলবেন, এই স্বপ্নই দেখেন নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ফেন্সিংয়ের সরঞ্জাম খুবই মূল্যবান। ম্যাটের দাম ২৭ লাখ টাকা। প্রতিটি তরবারির দাম ৮-১০ হাজার টাকা। আপাতত সব সরঞ্জাম এফআইইর অনুদান হিসেবে পাওয়া। প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হওয়ায় ভাগাভাগি করে খেলতে হচ্ছে।

এই কলেজের সাবেক ছাত্রী উম্মে হাবিবার কথা, 'প্রথমে খেলাটির নাম শুনে একটু ভয় পেয়েছিলাম। ফয়েজ স্যার শিখিয়ে দেওয়ার পর ভয়টা কেটে গেছে। এটা খুবই মজার খেলা।' আন্তর্জাতিক অঙ্গনে টুকটাক সাফল্যও আসছে ফেন্সিংয়ে। ২০১০ সালে চেন্নাইয়ে প্রথম দক্ষিণ এশিয়ান ফেন্সিংয়ে রুপা, গত বছর হায়দরাবাদে পাওয়া গেছে ব্রোঞ্জ। এখন এসএ গেমসে সোনার স্বপ্নে বিভোর বাংলাদেশ।

ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিক গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব ডঃ শফিক আহমেদ সিদ্দিককে ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হিসেবে জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় মনোনয়ন দিয়েছে। গত ৬ জুলাই ডঃ সিদ্দিক গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন।

ডঃ সিদ্দিক ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত অমায়িক ও সজ্জন ব্যক্তিত্ব। তিনি চেয়ারম্যান মনোনীত হওয়ায় কলেজের ছাত্র শিক্ষক সকলেই আন্তরিকভাবে খুশী। উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানা ডঃ সফিক সিদ্দিক এর সহধর্মিণী।